আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি পাঠ্যপুস্তকটি পাঠে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে এবং এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক **মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
		আকাইদ	
প্রথম		**আকাইদ ও ইমান**	
	পাঠ-১	আকাইদের পরিচয়	১
	পাঠ-২	আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও আল-আসমাউল হুসনা	২
	পাঠ-৩	ইমানের পরিচয়	৬
	পাঠ-৪	ইসলামের পরিচয়	৭
	পাঠ-৫	শিরক, কুফর ও নিফাক	৮
	পাঠ-৬	সুন্নাত ও বিদআত	১০
দ্বিতীয়		**নবি-রাসুল, কিতাব, ফেরেশতা, আখেরাত, তাকদির, অলি ও কারামাত**	
	পাঠ-১	নবি ও রাসুলের পরিচয়	১৪
	পাঠ-২	খতমে নবুওয়াত ও মুজিযা	১৬
	পাঠ-৩	আসমানি কিতাবসমূহ	১৮
	পাঠ-৪	ফেরেশতাগণ	১৯
	পাঠ-৫	আখেরাত	২০
	পাঠ-৬	তাকদির	২৩
	পাঠ-৭	অলি ও কারামাত	২৪
		ফিকহ	
তৃতীয়		**ফিকহ ও তাহারাত**	
	পাঠ-১	ফিকহ শাস্ত্র ও ইমামগণের পরিচয়	২৮
	পাঠ-২	ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব	৩০
	পাঠ-৩	হালাল, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ	৩২
	পাঠ-৪	অজু	৩৪
	পাঠ-৫	গোসল	৩৬
	পাঠ-৬	তায়াম্মুম	৩৭
	পাঠ-৭	পানির বিবরণ	৩৮
	পাঠ-৮	নাজাসাত	৩৯
	পাঠ-৯	প্রস্রাব ও পায়খানা করার নিয়ম	৪১
চতুর্থ		**ইবাদত**	
	পাঠ-১	ইবাদতের পরিচয়	৪৪
	পাঠ-২	সালাত	৪৫
	পাঠ-৩	সালাতের ফরজ ও ওয়াজিব	৪৬
	পাঠ-৪	সালাত ভঙ্গের কারণ	৪৮
	পাঠ-৫	জামাতের সাথে সালাত আদায়	৪৯
	পাঠ-৬	জুমার সালাত	৫০
	পাঠ-৭	দুই ঈদের সালাত	৫১
	পাঠ-৮	বিতরের সালাত	৫২
	পাঠ-৯	তারাবির সালাত	৫৩
	পাঠ-১০	জানাজার সালাত	৫৪
	পাঠ-১১	সাওম	৫৫
	পাঠ-১২	সাহরি ও ইফতার	৫৭
	পাঠ-১৩	সাদাকাতুল ফিতর ও ইতিকাফ	৫৮
	পাঠ-১৪	জাকাত	৫৯
	পাঠ-১৫	হজ	৬১
		আখলাক ও দোআ	
পঞ্চম		**আখলাক**	
	পাঠ-১	আখলাকে হাসানাহ	৬৬
	পাঠ-২	আত্মশুদ্ধি	৬৭
	পাঠ-৩	মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৮
	পাঠ-৪	রোগীর সেবা	৬৯
	পাঠ-৫	বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ	৬৯
	পাঠ-৬	সহপাঠি ও মেহমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার	৭০
	পাঠ-৭	সালাম বিনিময়	৭১
	পাঠ-৮	মিথ্যা, চোগলখোরি, গিবত ও হিংসা	৭৩
ষষ্ঠ		**দোআ-মুনাজাত**	
	পাঠ-১	দোআ-মুনাজাতের পরিচয়	৭৭
	পাঠ-২	মুনাজাতমূলক দোআ	৭৮
	পাঠ-৩	যানবাহনে আরোহণের দোআ	৭৯
	পাঠ-৪	সকাল-সন্ধ্যায় যে দোআ পড়তে হয়	৭৯
	পাঠ-৫	বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার দোআ	৮০
	পাঠ-৬	সায়্যিদুল ইস্তিগফার	৮১
		শিক্ষক নির্দেশিকা	৮৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও ইমান

পাঠ-১

আকাইদের পরিচয়

আকাইদ (عَقَآئِدُ) শব্দটি বহুবচন। একবচনে আকিদাতুন (عَقِيْدَةٌ)। আকিদা শব্দের অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিভাষায়- ইসলামের মূল বিষয়সমূহ মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে। আকাইদের বিষয়গুলো সন্দেহাতীতভাবে জানা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। আকিদা ঠিক না হলে মানুষের কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। ইমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যথা- তাওহিদ, নবুওয়াত-রিসালাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, আখেরাত, তাকদির ও পুনরুত্থান ইত্যাদির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ। ইবাদত বন্দেগির প্রতিদান আকিদার উপর নির্ভরশীল। প্রাণ ছাড়া দেহ যেভাবে অকার্যকর, বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া আমলও তেমনি অকার্যকর। তাই ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য সঠিক আকিদা পোষণ করা আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠ-২

আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় ও আল-আসমাউল হুসনা

সুন্দর এ পৃথিবী, সুনীল আকাশ, অগণিত জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, আলো, বাতাস, মাটি, পানি, বালু, পাথর, পাহাড়, সমুদ্র, নদী-নালা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি আমাদের এ বিশ্বজগৎ। কিভাবে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হলো? কোনো জিনিসই তো নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এ বিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পিছনেও নিঃসন্দেহে এক মহাশক্তিশালী স্রষ্টা রয়েছেন, যার কুদরত ছাড়া মহাবিশ্ব এবং এর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। পৃথিবীতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যা কিছু আছে সবকিছুরই স্রষ্টা হচ্ছেন মহাশক্তিশালী সত্ত্বা আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন। এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনায় তাঁর কোনো সাহায্যকারী বা সমকক্ষ নেই। কুরআন মাজিদের ভাষায় :

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا.

অর্থ : যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে এগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। (সুরা আম্বিয়া : ২২)

কুরআন মাজিদের সুরা ইখলাসে আল্লাহর পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থ : (হে রাসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সুরা ইখলাস: ১-৪)

সৃষ্টি জগতের মালিক ও নিয়ন্তা মহান আল্লাহ। তিনি আমাদের রিজিকদাতা ও প্রতিপালনকারী। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন

এবং সবসময় থাকবেন। সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে।

তিনি স্বীয় জাত তথা সত্ত্বাগত দিক থেকে যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি সিফাত তথা গুণাবলির দিক থেকেও এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় জাত ও সিফাতে যেমন আছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই তাঁর উপর ইমান আনব এবং তাঁর হুকুম-আহকাম সর্বদা মেনে চলব।

আল-আসমাউল হুসনা-(اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى)

اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى অর্থ সুন্দর নামসমূহ। এখানে اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى বলতে আল্লাহ তাআলার সুন্দর গুণবাচক নামসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ শব্দ ছাড়া আল্লাহ তাআলার আরো অনেক মহিমান্বিত গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলোকে اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى বলা হয়। আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দটি আল্লাহর সত্ত্বাবাচক নাম। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাই তাঁর নামের দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। আরবি ভাষায় এর হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোনো প্রতিশব্দ নেই। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায়ও اَللّٰهُ শব্দের অনুবাদ হয় না। সুতরাং ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি কোনো শব্দই আল্লাহ শব্দের সমার্থক বা অনুবাদ নয়। তাই اَللّٰهُ শব্দের পরিবর্তে এসকল শব্দ ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ তাঁর আল-আসমাউল হুসনা তথা সুন্দর গুণবাচক নাম ধরে ডাকার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ : আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাক। (সুরা আরাফ : ১৮০)

হাদিস শরিফে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আল্লাহ্ তাআলার ৫০টি গুণবাচক নাম:

গুণবাচক নাম	অর্থ	গুণবাচক নাম	অর্থ
اَلرَّحْمٰنُ	অসীম দয়াময়	اَلْغَفُوْرُ	অতিক্ষমাশীল
اَلرَّحِيْمُ	পরম দয়ালু	اَلْعَلِيْمُ	সর্বজ্ঞ
اَلْمَلِكُ	অধিপতি	اَلسَّمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
اَلْقُدُّوْسُ	অতিপবিত্র	اَلْمَاجِدُ	মহীয়ান
اَلسَّلَامُ	শান্তিদাতা	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা
اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা বিধায়ক	اَللَّطِيْفُ	সূক্ষ্মদর্শী
اَلرَّزَّاقُ	অধিক রিজিকদাতা	اَلْخَبِيْرُ	সম্যক অবহিত
اَلْعَزِيْزُ	মহাপরাক্রমশালী	اَلشَّكُوْرُ	গুণগ্রাহী
اَلْجَبَّارُ	অসীম ক্ষমতাশালী	اَلْوَدُوْدُ	প্রেমময়
اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	اَلْمُجِيْبُ	আহবানে সাড়াদাতা
اَلْكَبِيْرُ	শ্রেষ্ঠ	اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়
اَلْمُهَيْمِنُ	সংরক্ষক	اَلْوَاسِعُ	সর্বব্যাপী

গুণবাচক নাম	অর্থ	গুণবাচক নাম	অর্থ
اَلْمُتَكَبِّرُ	মহিমান্বিত	اَلشَّهِيْدُ	প্রত্যক্ষদ্রষ্টা
اَلْحَسِيْبُ	হিসাব গ্রহণকারী	اَلتَّوَّابُ	তাওবা কবুলকারী
اَلْكَرِيْمُ	অনুগ্রহকারী	اَلْهَادِيْ	পথপ্রদর্শক
اَلْغَفَّارُ	অধিক ক্ষমাশীল	اَلرَّشِيْدُ	সুপথনির্দেশক
اَلْوَهَّابُ	মহাদাতা	اَلْبَاسِطُ	সম্প্রসারণকারী
اَلْوَلِيُّ	অভিভাবক	اَلْحَلِيْمُ	পরম সহনশীল
اَلْقَهَّارُ	মহাপরাক্রান্ত	اَلْحَقُّ	সত্য
اَلْقَابِضُ	কবজকারী	اَلْحَمِيْدُ	প্রশংসিত
اَلْمُذِلُّ	অপমানকারী	اَلْمُمِيْتُ	মৃত্যুদাতা
اَلْمُحْيِيْ	জীবনদাতা	اَلْوَاحِدُ	একক
اَلرَّؤُوْفُ	দয়াকারী	اَلنَّافِعُ	কল্যাণকারী
اَلْبَاطِنُ	গুপ্ত	اَلْعَلِيُّ	মহান
اَلْمُنْتَقِمُ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী	اَلْجَلِيْلُ	মহিমান্বিত

পাঠ-৩

ইমানের পরিচয়

ইমান (اَلْإِيْمَانُ) শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা, নিরাপত্তা দান করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাসহ তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে মনেপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারণ করা ও আমলে পরিণত করার মাধ্যমে ইমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যিনি শরিয়তের বিষয়গুলোকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন এবং এগুলোর মৌখিক স্বীকৃতিসহ বাস্তব জীবনে আমল করে চলেন।

প্রধানত সাতটি বিষয়ের উপর ইমান আনতে হয়। বিষয়গুলো হলো : আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, নবি- রাসুলগণ, আখেরাত, তাকদির এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এগুলো ছাড়াও ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ : ইমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে- 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' একথার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

(বুখারি ও মুসলিম)

পাঠ-৪

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) শব্দের অর্থ অনুগত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা।

পরিভাষায়- মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে তাঁর বিধানসমূহের আনুগত্য করার নাম ইসলাম।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর বিশাল সৃষ্টি জগতের মাঝে বনি আদমকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনিই মানুষের জন্য ইসলামকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। (আলে ইমরান:১৯)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়িদাহ : ৩)

ইসলাম ফিতরাত বা স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে ইসলামের যোগসূত্র অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ়। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। ইসলাম গোটা মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম। আগত-অনাগত সকল যুগ ও মানুষের জন্য ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। মানবতার মুক্তি, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

পাঠ-৫

শিরক, কুফর ও নিফাক

শিরকের পরিচয়:

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ শরিক করা, অংশীদার স্থাপন করা।

পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করাকে শিরক বলে। যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের বলা হয় মুশরিক ।

শিরক একটি জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ। শিরকের গুনাহ নিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা সে গুণাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দিবেন। (সুরা নিসা : ১১৬)

শিরক দু'প্রকার। যথা- (১) শিরকে আকবর, (২) শিরকে আসগর।

১. শিরকে আকবর- (اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ):

শিরকে আকবর বা বড় ধরনের শিরক হলো- কাউকে মহান আল্লাহর যাত বা সত্ত্বায় শরিক করা, তাঁর গুণাবলিতে শরিক করা, সৃষ্টিজগতের পরিচালনার অধিকারে শরিক করা, ইবাদতের মধ্যে শরিক করা। অনুরূপভাবে কাউকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা বলে বিশ্বাস করা, মূর্তিপূজা করা, চন্দ্র-সূর্য, আগুন-বাতাস, পাথর ইত্যাদির উপাসনা করা এ সবই শিরকে আকবর।

২. শিরকে আসগর- (اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ):

শিরকে আসগর বা ছোট ধরনের শিরক হলো অপ্রকাশ্য বা গোপনভাবে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য রাখা। রিয়া বা লোক

দেখানো ইবাদত করা, সুনাম বা খ্যাতি অর্জনের জন্য দান-সদকা করা এ প্রকার শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কুফর (اَلْكُفْرُ) এর পরিচয়:

কুফর (اَلْكُفْرُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ গোপন করা, অস্বীকার করা। কুফর ইমানের বিপরীত।

পরিভাষায়- রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বা তাঁর আনীত কোনো একটি বিষয় অস্বীকার করাকে কুফর বলে। আল্লাহকে স্বীকার করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করা বা কুরআন মাজিদকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফরি। যে ব্যক্তি কুফরি করে তাকে বলা হয় কাফির । হালালকে হারাম, হারামকে হালাল বিশ্বাস করাও কুফরি। কুফর এর অনিবার্য পরিণতি জাহান্নাম।

নিফাক (اَلنِّفَاقُ) এর পরিচয়:

নিফাক (اَلنِّفَاقُ) শব্দের অর্থ কপটতা, দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা।

পরিভাষায়- অন্তরে কুফরি গোপন রেখে প্রকাশ্যে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করাকে নিফাক বলা হয়। যে ব্যক্তি এ দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। পরকালে মুনাফিকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই মুনাফিকরা দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। (সুরা নিসা: ১৪৫)

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। যথা-

১. কথা বলার সময় মিথ্যা বলে;

২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে;

৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে। (বুখারি)

পাঠ-৬

সুন্নাত ও বিদআত

সুন্নাত (اَلسُّنَّةُ) এর পরিচয়:

সুন্নাত (اَلسُّنَّةُ) শব্দের অর্থ রীতি, নিয়ম, আদর্শ। পরিভাষায়- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ ও অনুমোদনকে সুন্নাত বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনাদর্শ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। মানবজাতির জন্য তাঁর জীবনাদর্শই মুক্তির পথ। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থ : তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। (সুরা আহজাব : ২১)

বিদআত (اَلْبِدْعَةُ) এর পরিচয়:

বিদআত (اَلْبِدْعَةُ) শব্দটির অর্থ নব সৃষ্টি, দৃষ্টান্তবিহীন উদ্ভাবন। পরিভাষায়- দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় সংযোজন করার নাম বিদআত। বিদআত দু-প্রকার। যথা :

১. اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ বা উত্তম বিদআত।

২. اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ বা নিন্দনীয় বিদআত।

১. (اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ) - উত্তম বিদআত:

যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত তাকে اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ বা উত্তম বিদআত বলে। যেমন : মসজিদ পাকা করা, ধর্মীয় বই-পুস্তক প্রণয়ন, রেল, বিমান, টেলিফোন ইত্যাদি প্রযুক্তিগত আবিষ্কারসমূহ উত্তম বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।

২. (اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ) নিন্দনীয় বিদআত :

যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত নয়, বরং এটি গুনাহের দিকে ধাবিত করে ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করে তাকে اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ বা নিন্দনীয় বিদআত বলা হয়। যেমন: অশ্লীল গান-বাজনা ও চরিত্র ধ্বংসকারী পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

(ক) আকাইদ শব্দের অর্থ-

ক) শান্তি   খ) জ্ঞানার্জন

গ) একত্ববাদ   ঘ) দৃঢ় বিশ্বাস

(খ) আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের সংখ্যা-

ক) ৪০   খ) ৮৯

গ) ৯৯   ঘ) ১১৪

(গ) اَلْحَلِيْمُ শব্দের অর্থ-

ক) পালনকর্তা   খ) অতিক্ষমাশীল

গ) পরমদয়ালু   ঘ) পরম সহনশীল

(ঘ) ইমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে-

ক) চল্লিশের অধিক   খ) পঞ্চাশের অধিক

গ) সত্তরের অধিক   ঘ) নব্বইয়ের অধিক

(ঙ) আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না-

ক) কবিরা গুনাহ   খ) মিথ্যা বলার গুনাহ

গ) বিদআতের গুনাহ   ঘ) শিরকের গুনাহ

(চ) যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত তাকে বলা হয়-

ক) اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ

খ) اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ

গ) اَلْبِدْعَةُ الْمُطْلَقَةُ

ঘ) اَلْبِدْعَةُ الْمَذْمُوْمَةُ

২। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) মহান আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্পর্কে লেখ।

(খ) সুরা ইখলাস অর্থসহ লেখ।

(গ) আল-আসমাউল হুসনা বলতে কী বুঝায়?

(ঘ) আল্লাহর দশটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লেখ।

(ঙ) ইমান এর পরিচয় বর্ণনা কর।

(চ) প্রধানত কী কী বিষয়ের উপর ইমান আনতে হয়?

(ছ) ইসলাম অর্থ কী? 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' ব্যাখ্যা কর।

(জ) শিরক এর পরিচয় ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

(ঝ) নিফাক এর পরিচয় ও পরিণতি বর্ণনা কর।

(ঞ) বিদআত এর পরিচয় ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইবাদত বন্দেগির প্রতিদান কিসের উপর নির্ভরশীল?

(খ) আল-আসমাউল হুসনা এর অর্থ কী?

(গ) আল্লাহ পাক তাঁকে কোন নাম ধরে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন?

(ঘ) اَلْمُجِيْبُ অর্থ কী?

(ঙ) ইমানের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য কী কী প্রয়োজন?

(চ) ইমানের সর্বোত্তম শাখা কী?

(ছ) আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা কী?

(জ) শিরকে আকবরের ৩টি উদাহরণ দাও।

(ঝ) মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

(ঞ) সুন্নাত কাকে বলে? পরিচয় দাও।

(ট) বিদআতে হাসানার ২টি উদাহরণ দাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আকিদা বিশুদ্ধ না হলে --------- কাজে আসবে না।

(খ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব ------- আমাদের এ বিশ্বজগৎ।

(গ) আল্লাহ কারো ------- নন।

(ঘ) আল্লাহ তাআলার আরো অনেক মহিমান্বিত ------- নাম রয়েছে।

(ঙ) আল্লাহ তাআলার ------- গুণবাচক নাম রয়েছে।

(চ) মনেপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ------- বলে।

(ছ) আত্মসমর্পন করে তাঁর বিধানসমূহের আনুগত্য করার নাম -------।

(জ) ------- গুনাহ আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করেন না।

(ঝ) নিশ্চয়ই ------- দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

(ঞ) তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম ---------।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি-রাসুল, কিতাব, ফেরেশতা, আখেরাত, তাকদির, অলি ও কারামাত

পাঠ-১

নবি ও রাসুলের পরিচয়

নবি (اَلنَّبِيُّ) আরবি শব্দ। এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদদানকারী, অদৃশ্যের সংবাদদাতা। রাসুল (اَلرَّسُوْلُ) শব্দটিও আরবি। এর অর্থ দূত, বার্তাবাহক, প্রতিনিধি। শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহর বিধি-বিধান সৃষ্টির নিকট পৌছানোর লক্ষ্যে আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে নবি-রাসুল বলা হয়। নবি ও রাসুলের দায়িত্বকে যথাক্রমে নবুওয়াত ও রিসালাত বলা হয়।

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর বিধান মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন এবং তাদের সামনে আদর্শ জীবন-যাপনের বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। তাঁরা জগদ্বাসীর জন্য উত্তম আদর্শ।

নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য

নবি ও রাসুল উভয়ই পথহারা মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। তবে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। রাসুলগণের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র শরিয়তের প্রবর্তক ছিলেন। পক্ষান্তরে, নবিগণ তাদের পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়তের অনুসারী ছিলেন।

সকল রাসুলই নবি ছিলেন, কিন্তু সকল নবি রাসুল নন।

নবি ও রাসুল সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক:

নবি ও রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা ইমানের অঙ্গ। এ বিশ্বাসের কয়েকটি দিক নিম্নরূপ :

- নবি-রাসুলগণ সকলেই আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরিত ;
- তাঁরা সকলেই নবুওয়াত ও রিসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন ;
- নবি-রাসুলগণ মা'সুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা সগিরা ও কবিরাসহ যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র ছিলেন ;
- নবি-রাসুলগণ আল্লাহর খাস বান্দা। তাঁদের কেউ আল্লাহর পুত্র বা তাঁর সত্তার অংশ নন ;
- সকল নবি ও রাসুল মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁরা অনন্য মর্যাদা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ;
- হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন-সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেন নাই এবং আসবেন না। তিনি জগদ্বাসীর জন্য রহমত এবং সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ;
- কিয়ামতের দিন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচার কার্য শুরু করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। তিনি স্বীয় গুনাহগার উম্মতের জন্যও শাফায়াত করবেন ;
- কিয়ামতের দিন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাউজে কাওসারের অধিকারী হবেন।

পাঠ-২

খতমে নবুওয়াত ও মুজিযা

খতমে নবুওয়াত:

খতম (خَــتْمٌ) শব্দের অর্থ শেষ, পরিসমাপ্তি। খতমে নবুওয়াত অর্থ নবুওয়াতের শেষ বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি।

শরিয়তের পরিভাষায়- মানবজাতির হেদায়াতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম হতে নবি প্রেরণের যে ধারা শুরু করেছিলেন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এ ধারার পরিসমাপ্তিকে খতমে নবুওয়াত বলা হয়।

খতমে নবুওয়াত ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা। এটি কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থ : মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি। (সুরা আহযাব : ৪০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

আমি নবিগণের মধ্যে সর্বশেষ নবি, আমার পরে আর কোনো নবি নেই। (তিরমিজি)

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর যদি কেউ নবুওয়াত দাবি করে তবে সে ভ্রান্ত ও চরম মিথ্যাবাদী। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

সর্বশেষ নবি বলে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এর বিপরীত আকিদা পোষণ করা কুফরি।

মুজিযা:

মুজিযা (مُعْجِزَةٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অক্ষমকারী, অপারগকারী। পরিভাষায়- নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেগুলোকে مُعْجِزَةٌ বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবিগণের বিভিন্ন মুজিযা বর্ণিত আছে। যেমন- হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর জন্য নমরুদের অগ্নিকুণ্ড শীতল ও আরামদায়ক হওয়া, হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলার পর তা বিরাট অজগরে পরিণত হওয়া, আল্লাহর হুকুমে হজরত ইসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি।

প্রিয়নবি (ﷺ) এর মুজিযা:

আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য-অগণিত মুজিযা রয়েছে।

- তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা হলো কুরআন মাজিদ। কাফির-মুশরিকরা শত চেষ্টা করেও কুরআন মাজিদের অনুরূপ কোনো সুরা তৈরি করতে পারেনি। এছাড়াও আছে-
- নবিজির মি'রাজ গমন;
- আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া;
- আঙুল মুবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি সুস্পষ্ট মুজিযা।

মুজিযা নবি-রাসুলগণের নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ বহন করে থাকে। মুজিযার প্রতি বিশ্বাস রাখা ইমানের অঙ্গ।

পাঠ-৩

আসমানি কিতাবসমূহ- (اَلْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ)

মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা রাসুলগণের উপর যে সকল কিতাব নাজিল করেছেন সেগুলোকে اَلْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ বা আসমানি কিতাব বলা হয়। সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব রাসুলগণের উপর অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ চারখানা কিতাব চারজন প্রসিদ্ধ রাসুলের উপর অবতীর্ণ হয়। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর 'তাওরাত', হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর 'জাবুর', হজরত ইসা আলাইহিস সালামের উপর 'ইনজিল' এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 'কুরআন মাজিদ' অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

কুরআন মাজিদ এর পরিচয়:

আল কুরআন (اَلْقُرْآنُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ পঠিত। যেহেতু এ কিতাব নাজিল হওয়ার পর থেকে অধিক হারে পঠিত হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতে থাকবে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে আল কুরআন। কুরআন মাজিদ সুদীর্ঘ ২৩ বছরে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন মাজিদে সর্বমোট ১১৪ টি সুরা ও ৬২৩৬ টি আয়াত রয়েছে। কুরআন মাজিদের সুরাসমূহ মাক্কি ও মাদানি এ দু'ভাগে বিভক্ত। যে সকল সুরা হিজরতের আগে পবিত্র মক্কা নগরী ও তার আশপাশের এলাকায় নাজিল হয়েছে তাকে মাক্কি সুরা বলা হয়। আর যে সকল সুরা হিজরতের পর নাজিল হয়েছে তাকে মাদানি সুরা বলা হয়। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ কালের পরিবর্তনে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন মাজিদ যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও সেভাবেই অবিকৃত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃতই থাকবে।

পাঠ-৪

ফেরেশতা-(اَلْمَلَائِكَةُ)

ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। ফেরেশতা ফার্সি শব্দ, আরবিতে মালাকুন (مَلَكٌ)। এর বহুবচন হলো মালাইকাতুন (مَلَائِكَةٌ)। ফেরেশতাদেরকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁদের নির্ধারিত কোন আকৃতি নেই। তাঁরা পানাহার, নিদ্রা, বিশ্রাম থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা অসংখ্য অগণিত ফেরেশতাকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখেছেন। আমরা তাঁদের দেখতে পাই না। আল্লাহর হুকুমে তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা সদা-সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালনে নিয়োজিত থাকেন। কখনো তাঁর অবাধ্য হন না। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাঁদের যে নির্দেশ প্রদান করেন তাঁরা এর অবাধ্য হন না, বরং তাঁদের যা নির্দেশ প্রদান করা হয় তা তাঁরা পালন করেন। (সুরা তাহরিম : ৬)

ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন প্রধান। তাঁরা হলেন- হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, হজরত মিকাইল আলাইহিস সালাম, হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম ও হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম।

হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছান। হজরত মিকাইল আলাইহিস সালাম সকল জীবের রিযিক বণ্টন ও মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা করেন। হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে সকল প্রাণীর রুহ কবজ করেন। আর হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। তাঁর ফুৎকারে কিয়ামত হবে।

ফেরেশতাদের উপর ইমান আনা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের অস্বীকার করা কুফরি।

পাঠ-৫

আখেরাত-(اَلْاٰخِرَةُ)

আখেরাতের পরিচয়:

আখেরাত (اَلْاٰخِرَةُ) অর্থ পরকাল, সর্বশেষ, পরিসমাপ্তি।

পরিভাষায়- মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকে আখেরাত বলা হয়। কবর, পুনরুত্থান, হাশর, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এ সবই আখেরাতের অন্তর্ভুক্ত। ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অন্যতম। আখেরাত তথা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করা বা এতে সন্দেহ পোষণ করা কুফরি।

মৃত্যু-(اَلْمَوْتُ)

মানবদেহে একটি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যাকে আরবিতে রুহ বলা হয়। যতক্ষণ এ রুহ বা আত্মা মানবদেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ মানুষ সচল ও সজীব থাকে। দেহ থেকে রুহের বিচ্ছেদের নামই মৃত্যু। মৃত্যুর মাধ্যমে আখেরাতের জীবন শুরু হয়। মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত। এর থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ۔

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (সুরা আলে ইমরান : ১৮৫)

রুহ কবজের জন্য আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। তিনি হলেন হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম। তাঁকে 'মালাকুল মাউত'ও বলা হয়।

কবর-(اَلْقَبْرُ)

কবর (اَلْقَبْرُ) অর্থ সমাধি, মৃত দেহকে দাফন করার স্থান। পরিভাষায় মৃত দেহকে মাটির নিচে দাফন করার স্থানকে কবর বলা হয়। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে আলমে বরযখ বা কবরের জিন্দেগি বলা হয়। কবরে পুণ্যবানদের জন্য রয়েছে প্রশান্তি এবং পাপীদের জন্য শাস্তি। মৃতদেহের মাটিতে দাফন করা, পানিতে ফেলা, আগুনে পোড়ানো অথবা জীবজন্তু খেয়ে ফেলা সকল অবস্থাই কবরের জিন্দেগির মধ্যে গণ্য।

হাশর-(اَلْحَشْرُ)

হাশর (اَلْحَشْرُ) শব্দের অর্থ একত্রিত করা, সমবেত করা। পরিভাষায়- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষের সকল কাজের হিসাব গ্রহণপূর্বক তাদের প্রতিদান প্রদানের উদ্দেশ্যে পুণরায় জীবিত করে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করবেন। একে হাশর বলা হয়। হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে।

মিজান-(اَلْمِيْزَانُ)

মিজান (اَلْمِيْزَانُ) অর্থ দাড়িপাল্লা বা পরিমাপ করার যন্ত্র। পরিভাষায়- কিয়ামতের দিন আল্লাহ যে কুদরতি প্রক্রিয়ায় পাপ-পুণ্যের পরিমাপ করবেন তাকে মিজান বলা হয়। সেদিন যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত প্রদান করা হবে। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ মর্মে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ.

অর্থ : অতঃপর যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে শান্তিময় জীবনে। আর যার পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে, তার অবস্থান হবে হাবিয়া জাহান্নাম। (সুরা কারিআহ:৬-৯)

পুলসিরাত-(اَلصِّرَاطُ)

সিরাত (اَلصِّرَاطُ) শব্দের অর্থ রাস্তা, পথ, সেতু ইত্যাদি। হাশরের ময়দান জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নাম পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান্নামের উপর একটি সেতু থাকবে তাকে সিরাত বা পুলসিরাত বলে। পুলসিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা ইমানের অংশ। পুলসিরাত চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তলোয়ারের চেয়েও অধিক ধারালো হবে। পাপিষ্ঠ, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা পুল পার হতে গিয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুমিনগণ অনায়াসে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাত-(اَلْجَنَّةُ)

জান্নাত (جَنَّةٌ) শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান। পরিভাষায়- হাশরের মাঠে হিসাব-নিকাশের পর মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের যে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাসস্থল প্রদান করবেন তাকে জান্নাত বলা হয়। ফার্সি ভাষায় একে বেহেশত বলে। জান্নাত আটটি। যথা-

১. আদন; ২. খুলদ; ৩. নাইম; ৪. মা'ওয়া;
৫. দারুস সালাম; ৬. দারুল কারার; ৭. দারুল মাকাম; ৮. ফিরদাউস।

জাহান্নাম-(جَهَنَّمُ)

জাহান্নাম (جَهَنَّمُ) শব্দটির অর্থ দগ্ধ করা, পোড়ানো। পরিভাষায় হাশরের মাঠে হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহ তাআলা পাপীদের যে চিরস্থায়ী অশান্তির আবাসস্থল প্রদান করবেন তাকে জাহান্নাম বলা হয়। ফার্সি ভাষায় একে দোজখ বলে। জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। যথা-

১. জাহান্নাম; ২. লাযা; ৩. হুতামাহ; ৪. সাইর;
৫. সাকার; ৬. জাহিম; ৭. হাবিয়াহ।

জান্নাত ও জাহান্নাম বাস্তব সত্য। এর প্রতি ইমান রাখা অবশ্য কর্তব্য।

পাঠ-৬

তাকদির-(اَلتَّقْدِيْرُ)

তাকদিরের পরিচয়:

তাকদির (اَلتَّقْدِيْرُ) এর অর্থ নির্ধারণ করা, ভাগ্য।

পরিভাষায়- মহান আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তাকে তাকদির বলে।

জীবন, মৃত্যু, রিজিকসহ সৃষ্টির সকল বিষয় আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জগতের সকল বিষয় পরিচালিত হয়। জগতে যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সবই তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। কুরআন মাজিদে আছে :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا.

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে পরিমিতভাবে নির্ধারণ করেছেন। (সুরা ফুরকান : ০২)

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব:

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি তাকদিরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে না সে মুমিন হতে পারবে না। তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, অন্যদিকে চেষ্টাও করতে হবে। চেষ্টার পর যে ফলাফল অর্জিত হয় তা তাকদির বা ভাগ্য বলে বিশ্বাস করে নিতে হবে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

অর্থ : মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। (সুরা নাজম : ৩৯)

পাঠ-৭

অলি ও কারামাত

অলির পরিচয়:

অলি (وَلِيٌّ) শব্দের অর্থ বন্ধু, অভিভাবক, সাহায্যকারী। এটি একবচন, বহুবচনে আউলিয়া (اَوْلِيَآءُ)। অলিউল্লাহ (وَلِيُّ اللهِ) অর্থ আল্লাহর বন্ধু।

পরিভাষায়- যিনি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান রাখেন, আনুগত্যমূলক কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, পাপ কাজ থেকে দূরে থাকেন এবং বিলাসিতা ও কুরুচিপূর্ণ কাজে মগ্ন হওয়া থেকে বিমুখ থাকেন তাঁকে অলি বলা হয়। (আকাইদে নাসাফি)

অলির মর্যাদা:

অলিগণ ইমান ও তাকওয়ার গুণে বিভূষিত আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

اَلَآ إِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُـوْنَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ.

অর্থ: জেনে রাখ, আল্লাহর অলিগণের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা নেই। (তাঁরা হলেন এমন ব্যক্তিবর্গ) যাঁরা ইমান এনেছেন এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তাঁদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ। (সুরা ইউনুস : ৬২-৬৪)

অলি তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন : "সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে অবশ্যই দিয়ে থাকি।" (বুখারি)

কারামাত:

কারামাত (اَلْكَرَامَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো সম্মানিত হওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায়- নবুওয়াতের দাবিদার নন আল্লাহ তাআলার এমন কোনো খাস বান্দার নিকট থেকে যে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে কারামাত বলে। আল্লাহ তাআলার অলিগণের নিকট থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা হলো কারামাত।

কুরআন মাজিদে কারামাতের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন : হজরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম এর কাছে অলৌকিক উপায়ে আল্লাহর পক্ষ হতে খাদ্য আসা, হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর উজির আসাফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক ইয়ামেন হতে রাণী বিলকিসের সিংহাসন মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে আসা ইত্যাদি। হজরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম এবং আসাফ ইবনে বারখিয়া দুজনের কেউই নবি ছিলেন না। তাঁদের এ অলৌকিক ঘটনা কারামাতের অন্তর্ভুক্ত।

আউলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক:

১। অলিগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তাঁরা ইমান ও তাকওয়ার দিক থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

২। অলিগণের কারামাত বা অলৌকিক ঘটনাবলি সত্য। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কারামাত অস্বীকার করা কুফরি। কারামাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- অলিগণের সম্মান বৃদ্ধি করা। তবে এটি অলি হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এমনকি একজন অলি তাঁর কারামাত সম্পর্কে অবগত নাও থাকতে পারেন।

৩। অলি কখনো মর্যাদায় নবির সমান হতে পারেন না; বরং একজন নবি সকল অলি থেকে শ্রেষ্ঠ। ইমাম আবু জাফর তাহাবি (ﷺ) বলেন : "আমরা কোনো অলিকে কোনো নবির উপর প্রাধান্য দেই না, বরং আমরা বলি, একজন নবি সকল অলি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের যে সকল কারামাত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।"

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) নবি শব্দের অর্থ-

ক) শান্তি
খ) জ্ঞানার্জন
গ) অদৃশ্যের সংবাদদাতা
ঘ) দৃঢ় বিশ্বাস

(খ) রাসুল শব্দের অর্থ-

ক) দয়ালু
খ) উত্তম আদর্শ
গ) নিরাপত্তা
ঘ) বার্তাবাহক

(গ) খতমে নবুওয়াতের অর্থ-

ক) নবুওয়াতের মর্যাদা
খ) নবুওয়াতের জ্ঞান
গ) নবুওয়াতের সমাপ্তি
ঘ) নবুওয়াতের দায়িত্ব

(ঘ) আমাদের প্রিয়নবির সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা হলো-

ক) মৃতকে জীবিত করা
খ) হাদিস শরিফ
গ) কুরআন মাজিদ
ঘ) মি'রাজ

(ঙ) কুরআন মাজিদে সর্বমোট আয়াত রয়েছে-

ক) ৬২০০টি
খ) ৬৬৬৬টি
গ) ৬৬১৬টি
ঘ) ৬২৩৬টি

(চ) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া কোন ফেরেশতার দায়িত্ব?

ক) হজরত জিবরাইল (عليه السلام)
খ) হজরত মিকাইল (عليه السلام)
গ) হজরত আজরাইল (عليه السلام)
ঘ) হজরত ইসরাফিল (عليه السلام)

(ছ) হাশর শব্দের অর্থ-

ক) শাস্তি
খ) ফুৎকার দেওয়া
গ) একত্রিত করা
ঘ) হিসাব নিকাশ

(জ) তাকদির শব্দের অর্থ-

ক) নির্ধারণ করা
খ) একত্রিত করা
গ) পরকাল
ঘ) চেষ্টা

(ঝ) অলি শব্দের অর্থ-

ক) নেককার
খ) আত্মীয়
গ) বন্ধু
ঘ) প্রভাবশালী

২। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) নবি ও রাসুলের পরিচয় সম্পর্কে যা জান লেখ।

(খ) খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে যা জান লেখ।

(গ) মুজিযা বলতে কী বুঝ? নবি করিম (ﷺ) এর কয়েকটি মুজিযা লেখ।

(ঘ) আসমানি কিতাব ও কুরআন মাজিদ এর পরিচয় দাও।

(ঙ) ফেরেশতা কারা? প্রধান চারজন ফেরেশতার দায়িত্ব বর্ণনা কর।

(চ) আখেরাতের পরিচয় দাও। মিজান সম্পর্কে যা জান লেখ।

(ছ) জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় দাও। জান্নাত ও জাহান্নাম কয়টি ও কী কী?

(জ) তাকদিরের পরিচয় দাও। এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(ঝ) অলি কারা? তাদের পরিচয় ও মর্যাদা বর্ণনা কর।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

(খ) খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে একটি হাদিস অর্থসহ লেখ।

(গ) পূর্ববর্তী নবিগণের কয়েকটি মুজিযা বর্ণনা কর।

(ঘ) প্রসিদ্ধ চারখানা আসমানি কিতাব কাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল?

(ঙ) ফেরেশতাদের পরিচয় দাও ।

(চ) মৃত্যু সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

(ছ) জান্নাত কয়টি ও কী কী?

(জ) তাকদির সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

(ঝ) অলিদের মর্যাদা সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) নবি ও রাসুলের দায়িত্ব বা কাজকে ----- ও ------- বলা হয়।

(খ) সকল রাসুলই নবি ছিলেন, কিন্তু সকল নবি ------ নন।

(গ) আমি নবিগণের মধ্যে ------- নবি।

(ঘ) পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবিগণের বিভিন্ন ------- বর্ণিত আছে।

(ঙ) কুরআন মাজিদে সর্বমোট ১১৪ টি সুরা ও ------- টি আয়াত রয়েছে।

(চ) ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের বিশেষ -------।

(ছ) দেহ থেকে রুহের বিচ্ছেদের নামই -------।

(জ) জান্নাত ও জাহান্নাম ------- সত্য।

(ঝ) আল্লাহর অলিদের নিকট থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা হলো ------।

ফিকহ

তৃতীয় অধ্যায়

ফিকহ ও তাহারাত

পাঠ-১

ফিকহ শাস্ত্র ও ইমামগণের পরিচয়

ফিকহ শাস্ত্রের পরিচয়:

ফিকহ (اَلْفِقْهُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ জানা, বুঝা, অনুধাবন করা।

পরিভাষায়- ইসলামি শরিয়তের মূল উৎসসমূহ তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে শরিয়তের বিধি-বিধান অবগত হওয়াকে ফিকহ বলে।

ফিকহ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ইসলামি শরিয়তের চারটি উৎস। যথা : কুরআন; হাদিস; ইজমা বা ঐকমত্য এবং কিয়াস বা সঠিক গবেষণার মাধ্যমে স্থিরকৃত মত। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদিস যথাযথভাবে অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হলে ফিকহ শাস্ত্রের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ ফিকহ বা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি অত্যন্ত তাগিদ দিয়েছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়।" (সুরা তাওবাহ : ১২২)

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ.

অর্থ : প্রত্যেক বস্তুর খুঁটি রয়েছে। আর দ্বীন ইসলামের খুঁটি হলো আল ফিকহ। (তবারানি)

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থ : শয়তানের মুকাবিলায় একজন ফকিহ হাজার আবিদ হতেও শক্তিশালী। (ইবনে মাজাহ)

ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণের পরিচয়:

ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ চারজন ইমাম হলেন : ইমাম আজম আবু হানিফা (رحمه الله); ইমাম মালিক (رحمه الله); ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله)।

ইমাম আজম আবু হানিফা (رحمه الله) : তাঁর নাম নু'মান, উপনাম আবু হানিফা, উপাধি ইমামে আজম, পিতার নাম সাবিত। তিনি আবু হানিফা নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ইরাকের কুফায় ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ১৫০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। বাগদাদে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম মালিক (رحمه الله) : তাঁর নাম মালিক, উপনাম আব্দুল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ, পিতার নাম আনাস। তিনি ৯৩ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله) : তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ইদ্রিস। তিনি ১৫০ হিজরিতে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরিতে মিশরে ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) : তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি ইমামুস সুন্নাহ, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ১৬৪ হিজরিতে ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্মস্থান বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ-২

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

ফরজের পরিচয়:

ফরজ অর্থ অবশ্য পালনীয়। শরিয়তের যে সকল বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে অকাট্যভাবে পালনীয় তাকে ফরজ বলে। ফরজ দুই প্রকার। যথা :

১. ফরজে আইন (فَرْضُ عَيْنٍ)

২. ফরজে কিফায়াহ (فَرْضُ كِفَايَةٍ)

ফরজে আইন:

শরিয়তের যে সকল বিধান প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ সকল মুসলমানের জন্য আদায় করা অবশ্য কর্তব্য তাকে ফরজে আইন বলে। যেমন : সালাত, সাওম। শরয়ি কোনো কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ ত্যাগ করা কবিরা গুনাহ। ফরজ ত্যাগকারী ফাসিক আর অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে গণ্য হবে।

ফরজে কিফায়াহ্ :

শরিয়তের যে সকল বিধান পালন করা সকলের জন্য আবশ্যক নয়; বরং কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায় তাকে ফরজে কিফায়াহ বলে। যথা : জানাজার সালাত, দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন। ফরজে কিফায়াহ যদি কেউই আদায় না করে তবে সবাই ফরজ ত্যাগকারী হিসেবে গুনাহগার হবে।

ওয়াজিব:

ওয়াজিব (وَاجِبٌ) শব্দের অর্থ জরুরি, আবশ্যক।

পরিভাষায়- ওয়াজিব হলো এমন বিধান যা ফরজের মতো অবশ্য পালনীয়। তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরজের পর ওয়াজিবের স্থান। যেমন: বিতরের সালাত ও দুই ঈদের সালাত ইত্যাদি। ওয়াজিব ত্যাগকারীও কবিরা গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে।

সুন্নাত:

সুন্নাত (اَلسُّنَّةُ) শব্দের শাব্দিক অর্থ রীতি-নীতি, আদর্শ।

শরিয়তের পরিভাষায়- ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত দ্বীনের যে সকল কাজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে করেছেন, করার নির্দেশ দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাত দুই প্রকার। যথা :

১. সুন্নাতে মুআক্কাদা (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)

২. সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা (سُنَّةٌ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ)

সুন্নাতে মুআক্কাদা :

যে সকল কাজ রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা পালন করতেন এবং অন্যদেরও পালনের তাগিদ দিতেন সেগুলোকে সুন্নাতে মুআক্কাদা বলে। যেমন : জামাতের সাথে সালাত আদায়, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত আদায় ইত্যাদি। সুন্নাতে মুআক্কাদা আমলের দিক থেকে ওয়াজিবের কাছাকাছি। বিনা কারণে তা ত্যাগ করা অনুচিত ও গুনাহের কাজ।

সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা :

যে সকল কাজ রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে-মধ্যে করতেন, কিন্তু অন্যকে তা করতে তাগিদ দেননি সেগুলোকে সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা বলে। যথা : এশা ও আসরের ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত। এ সুন্নাত আদায় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।

মুস্তাহাব:

মুস্তাহাব (اَلْمُسْتَحَبُّ) শব্দের শাব্দিক অর্থ পছন্দনীয়, উত্তম, ভালো।

পরিভাষায়- যে সকল কাজ করার জন্য রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং তা আদায়ে কোনো বাধ্যবাধকতা বা তাগিদ প্রদান করেননি সেগুলোকে মুস্তাহাব বলে। যেমন : আশুরার সাওম। এ জাতীয় কাজ করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।

পাঠ-৩

হালাল, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ

হালাল-(اَلْحَلَالُ)

হালাল (اَلْحَلَالُ) অর্থ বৈধ, সিদ্ধ, সঠিক।

পরিভাষায়- যে সকল বিষয় ইসলামি শরিয়তে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাকে হালাল বলা হয়। যেমন: উট, গরু ও ছাগলের গোশত খাওয়া ইত্যাদি। হালালকে হারাম বলে বিশ্বাস করা কুফরি।

হারাম-(اَلْحَرَامُ)

হারাম (اَلْحَرَامُ) অর্থ অবৈধ, নিষিদ্ধ।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়- যে কাজ অবৈধ বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তাকে হারাম বলা হয়। যেমন : শূকরের গোশত ভক্ষণ করা; ব্যভিচার; সুদ; ঘুষ; জুয়া; চুরি; ডাকাতি; মানুষ হত্যা; হানাহানি; সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড; কালোবাজারি; হারাম বস্তুর ব্যবসা ইত্যাদি। হারাম কাজ করা কবিরা গুনাহ। আর হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করা কুফরি।

মাকরুহ-(اَلْمَكْرُوْهُ)

মাকরুহ (اَلْمَكْرُوْهُ) শব্দের অর্থ অপছন্দনীয়, নিন্দনীয় কাজ।

পরিভাষায় মাকরুহ ঐ সকল কাজকে বলা হয় যেগুলো ইসলামি শরিয়তে অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মাকরুহ দুই প্রকার। যথা :

১. মাকরুহ তাহরিমি (مَكْرُوْهٌ تَحْرِيْمِيٌّ)

২. মাকরুহ তানজিহি (مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهِيٌّ)

মাকরুহ তাহরিমি:

তাহরিম (تَحْرِيْمٌ) শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ করা বা হারাম করা।

পরিভাষায়- যে সকল মাকরুহ কাজ হারামের নিকটবর্তী সে সকল কাজকে মাকরুহ তাহরিমি বলে। যেমন : দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, ঈদগাহ ও কবরস্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা। বিনা ওযরে এ জাতীয় কাজ করা গুনাহ।

মাকরুহ তানজিহি:

তানজিহ (تَنْزِيْهٌ) শব্দের অর্থ পবিত্র থাকা বা মুক্ত থাকা।

পরিভাষায়- মাকরুহ তানজিহি এমন অপছন্দীয় কাজ যা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। এ ধরনের কাজের বিষয়ে শরিয়তে সরাসরি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, আবার জায়েজ হওয়ারও কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। যেমন : পশুর গলায় ঘন্টা ঝুলানো।

মুবাহ-(اَلْمُبَاحُ)

মুবাহ (اَلْمُبَاحُ) শব্দের অর্থ বৈধ।

পরিভাষায়- মুবাহ হলো এমন বৈধ কাজ যা করলে কোনো সাওয়াব নেই আবার না করলেও কোনো গুনাহ নেই। যেমন : ক্রয়-বিক্রয় করা, সাধ্যমতো দামী পোশাক পরিধান করা।

পাঠ-৪

অজু-(اَلْوُضُوْءُ)

অজু (اَلْوُضُوْءُ) এর শাব্দিক অর্থ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা।

পরিভাষায়- শরিয়তে নিয়ম অনুযায়ী পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকে অজু বলে। অজু ব্যতীত সালাত আদায় করা জায়েজ নয়। অজুর মাধ্যমে সগিরা গুনাহ মাফ হয়। অজুর মধ্যে কিছু কাজ ফরজ। এগুলোর কোনো একটিতে সামান্যতম কমতি হলে অজু হবে না।

অজুর ফরজ:

অজুর ফরজ চারটি । যথা :

১. **মুখমণ্ডল ধৌত করা :** কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধৌত করা ফরজ;

২. **উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা;**

৩. **মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা :** মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা ফরজ। সমস্ত মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। ভেজা হাতের তালুর সাহায্যে মাথার সামনে থেকে পিছন দিকে মাসেহ করতে হয় ;

৪. **উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।**

অজুর সুন্নাত:

অজুর সুন্নাতসমূহ হলো:

১. নিয়ত করা;

২. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে অজু আরম্ভ করা ;

৩. উভয় হাত কব্জিসহ তিনবার ধোয়া ;

৪. মিসওয়াক করা;

৫. কুলি করা;

৬. সাওম পালনকারী না হলে গড়গড়া করা ;

৭. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো ;

৮. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা ;

৯. মাথার সামনের অংশ থেকে মাসেহ শুরু করা ;

১০. দাড়ি খিলাল করা ;

১১. হাত ও পায়ের আঙুলগুলো খিলাল করা ;

১২. উভয় কান মাসেহ করা ;

১৩. অজুর অঙ্গসমূহ তিন বার করে ধৌত করা ;

১৪. অজুর তারতিব ঠিক রাখা অর্থাৎ অঙ্গসমূহ পর পর ধৌত করা ;

১৫. এক অঙ্গ শুকানোর আগে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

অজু ভঙ্গের কারণ:

১. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া ;

২. শরীরের কোনো স্থান দিয়ে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া ;

৩. মুখ ভরে বমি হওয়া ;

৪. চিত্ বা কাত্ হয়ে কিংবা কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমানো ;

৫. বেহুঁশ, পাগল কিংবা নেশাগ্রস্থ হওয়া ;

৬. সালাতের মধ্যে অট্টহাসি দেওয়া।

অজুবিহীন অবস্থায় যেসব কাজ করা নিষেধ:

অজুবিহীন অবস্থায় সালাত আদায় করা, কাবা ঘর তাওয়াফ করা এবং বিনা গিলাফে কুরআন শরিফ স্পর্শ করা নিষেধ।

অপবিত্র অবস্থায় যেসব কাজ করা নিষেধ:

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা ও স্পর্শ করা, সালাত আদায় করা, কাবা ঘর তাওয়াফ করা, সালাত ছাড়া অন্য কোনো সাজদা, যেমন তেলাওয়াতে সাজদা করা নিষেধ।

পাঠ-৫

গোসল - (اَلْغُسْلُ)

গোসল (اَلْغُسْلُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ পানি দ্বারা ধৌত করা।

পরিভাষায়- পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসলের ফরজ:

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা :

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা ;

২. নাকে পানি দেওয়া ;

৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাত:

১. গোসলের নিয়ত করা ;

২. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে গোসল শুরু করা ;

৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা;

৪. মিসওয়াক করা ;

৫. শরীর থেকে অপবিত্রতা দূর করা ;

৬. অজু করা ;

৭. সমস্ত শরীর তিনবার ধৌত করা।

পাঠ-৬

তায়াম্মুম - (اَلتَّيَمُّمُ)

তায়াম্মুম এর পরিচয়:

তায়াম্মুম (تَيَمُّمٌ) শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। পরিভাষায়- পানি পাওয়া না গেলে অথবা কোনো কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি দ্বারা শরিয়তসম্মত পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু যেমন: বালু, পাথর, সুরকি, মাটির পাত্র ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ।

তায়াম্মুমের ফরজ:

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা-

১. নিয়ত করা ;

২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করা ;

৩. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ:

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণগুলো নিম্নরূপ-

১. যে সকল কারণে অজু নষ্ট হয়, সে সকল কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয় ;

২. যে সকল কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সে সকল কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয় ;

৩. যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে তবে পানি পাওয়া মাত্র তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে ;

৪. কোনো ওযর বা রোগের কারণে তায়াম্মুম করলে পানি ব্যবহারের ক্ষমতা ফিরে আসা মাত্র তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে ;

৫. সালাতরত অবস্থায়ও যদি পানি পাওয়ার সংবাদ আসে এবং নতুন করে অজু করে সালাত আদায় করার সময় বাকি থাকে, তবে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। কিন্তু ঈদ ও জানাজার সালাত শুরু করলে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

পাঠ-৭

পানির বিবরণ

পানির তিনটি গুণ রয়েছে। যথা : রং, গন্ধ ও স্বাদ। পানিতে এ তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকলে এবং তাতে যদি কোনোরূপ নাজাসাত পতিত না হয় তবে তা পবিত্র পানি। যেমন পুকুর, নদ-নদী, খাল-বিল, ঝর্ণা, সমুদ্র, বিশাল জলাশয়, বরফ, বৃষ্টি ও নলকূপের পানি। এসকল পানিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. اَلْمَاءُ الْجَارِىْ - প্রবাহমান পানি।

২. اَلْمَاءُ الرَّاكِدُ - আবদ্ধ পানি।

১. (اَلْمَاءُ الْجَارِىْ) - প্রবাহিত পানি:

যে পানি আবদ্ধ বা এক স্থানে স্থির থাকে না, বরং চলাচল করে তাকে اَلْمَاءُ الْجَارِىْ বা প্রবাহমান পানি বলা হয়। যেমন নদ-নদী, খাল ও ঝর্ণার পানি।

২. (اَلْمَاءُ الرَّاكِدُ)-আবদ্ধ পানি:

যে পানি এক স্থানে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে তাকে اَلْمَاءُ الرَّاكِدُ বা আবদ্ধ পানি বলা হয়। যেমন : পুকুর ও কূপের পানি। এ জাতীয় পানির পরিমাণ যদি কম হয় এবং তাতে নাজাসাত পড়ে তবে তা অপবিত্র হয়। এর দ্বারা অজু ও গোসল শুদ্ধ হয় না।

অনুরূপভাবে اَلْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ বা ব্যবহৃত পানির দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন শুদ্ধ নয়। যে পানি দ্বারা একবার পবিত্রতা অর্জন করা হয়েছে তাকে اَلْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ বা ব্যবহৃত পানি বলা হয়। এ পানি পবিত্র, তবে এর দ্বারা দ্বিতীয়বার পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। গাছের পাতা পড়ে যদি পানির তিনটি গুণের যে কোন একটি গুণ নষ্ট হয় এবং দু'টি অবশিষ্ট থাকে তবে সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ।

পাঠ-৮

নাজাসাত-(اَلنَّجَاسَةُ)

নাজাসাত (اَلنَّجَاسَةُ) এর পরিচয়:

নাজাসাত (اَلنَّجَاسَةُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অপবিত্রতা, মলিনতা, নোংরা, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি। এটি তাহারাতের বিপরীত।

শরিয়তের পরিভাষায়- যে সকল বস্তু দ্বারা শরীর, কাপড়-চোপড় অথবা অন্য কোনো পবিত্র জিনিস অপবিত্র হয়ে যায়, তাকে নাজাসাত বলে। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

নাজাসাতের প্রকার:

নাজাসাত (اَلنَّجَاسَةُ) প্রধানত দু'প্রকার। যথা :

১. اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ -প্রকৃত নাপাকি।

২. اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ -বিধানগত নাপাকি।

১. (اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ) - প্রকৃত নাপাকি:

যে নাপাকি সাধারণত প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় তাকে اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ বা প্রকৃত নাপাকি বলে। যেমন : প্রস্রাব-পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি।

২. (اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ) - বিধানগত নাপাকি :

যে নাপাকি প্রকাশ্যে দেখা যায় না, কিন্তু শরিয়ত সেটাকে নাপাকি হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাকে اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ বা বিধানগত নাপাকি বলে। যেমন- অজুবিহীন

অবস্থা। এ অবস্থায় যেসব নাজাসাতের কারণে অজু নষ্ট হয় সেসব ক্ষেত্রে অজু করতে হবে।

اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ কে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ - ভারী নাপাকি।

২. اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ -হাল্কা নাপাকি।

১. (اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ) - ভারী নাপাকি:

যে সব নাপাকির অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, মানুষ স্বভাবতই এগুলোকে অপবিত্র বা নাপাক হিসেবে জানে তাকে اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ বা ভারী নাপাকি বলে। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

এ জাতীয় নাজাসাত যদি শরীর বা কাপড়ে লাগে এবং তা এক দিরহামের কম হয় তবে ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোনো ওযর ছাড়া তা নিয়ে সালাত আদায় করা জায়েজ নয়।

২. (اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ) - হাল্কা নাপাকি:

অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও সহজতর অপবিত্রতাকে اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ বলে। যেমন : হালাল পশুর প্রস্রাব, হারাম পাখির বিষ্ঠা।

এ জাতীয় নাজাসাত শরীরের কোনো অঙ্গে বা কাপড়ের এক চতুর্থাংশে লাগলে তা ধৌত করা ছাড়া সালাত ও অন্যান্য ইবাদত আদায় হবে না। তবে এক চতুর্থাংশের কম অংশে লাগলে এবং বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকলে তা নিয়ে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত পালন করা যাবে।

পাঠ-৯

প্রস্রাব ও পায়খানা করার নিয়ম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দিক নির্দেশনাও ইসলামে রয়েছে। ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের সার্বিক নীতি-পদ্ধতি ও আদব বর্ণনা করে দিয়েছে। প্রস্রাব ও পায়খানা করার মাসনুন নিয়ম হলো:

- কিবলামুখী বা কিবলার বিপরীতমুখী হয়ে না বসা। ঘরের মধ্যে হোক আর খোলা মাঠে হোক এ নিয়ম মানতে হবে ;
- চন্দ্র-সূর্যের দিকে সরাসরি মুখ করে না বসা। চন্দ্র-সূর্যের দিকে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানায় বসা মাকরুহ। তবে কোনো আড়াল বা ঘরের মধ্যে হলে সমস্যা নেই ;
- প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশ করা এবং প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দোআ পড়া : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! অপবিত্র শয়তানের অনিষ্ট হতে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

- বসে প্রস্রাব-পায়খানা করা ;
- খালি মাথায় প্রস্রাব-পায়খানায় না যাওয়া ;
- ফলবান বৃক্ষের নিচে, রাস্তায়, পানিতে বা গর্তে প্রস্রাব-পায়খানা না করা ;
- প্রস্রাব-পায়খানায় বসে কথা না বলা এবং এমনভাবে প্রস্রাব-পায়খানা করা যাতে নাপাকির ক্ষুদ্রাংশও শরীরে লাগার সম্ভাবনা না থাকে ;
- প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ঢিলা বা টিস্যু ব্যবহার করা এবং পরে পানি দিয়ে উত্তমভাবে ধৌত করা ;
- বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া এবং বের হওয়ার পর নিম্নের দোআ পাঠ করা :

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) ফিকহ্ শব্দের অর্থ-
- ক) হিসাব করা
- খ) জানা
- গ) অবুঝ হওয়া
- ঘ) ন্যায় বিচার

(খ) ফিকহ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি-
- ক) ৩টি
- খ) ৪টি
- গ) ৫টি
- ঘ) ৮টি

(গ) ইমাম আজম আবু হানিফা (رحمه الله) এর নাম-
- ক) আবু আব্দুল্লাহ
- খ) আনাস
- গ) নু'মান
- ঘ) মালিক

(ঘ) মুস্তাহাব শব্দের অর্থ-
- ক) আবশ্যক
- খ) ফরজের কাছাকাছি
- গ) নিন্দনীয়
- ঘ) পছন্দনীয়

(ঙ) মুবাহ শব্দের অর্থ-
- ক) বাধ্যতামূলক
- খ) ওয়াজিবের নিকটবর্তী
- গ) বৈধ
- ঘ) গুনাহ

(চ) অজুর ফরজ-
- ক) ২টি
- খ) ৩টি
- গ) ৪টি
- ঘ) ৫টি

(ছ) গোসলের ফরজ-
- ক) ২টি
- খ) ৩টি
- গ) ৫টি
- ঘ) ৭টি

(জ) তায়াম্মুম শব্দের অর্থ-
- ক) পুণ্য
- খ) ইচ্ছা করা
- গ) পবিত্রতা
- ঘ) মাটি

(ঝ) اَلْمَاءُ الرَّاكِدُ অর্থ-
- ক) প্রবাহিত পানি
- খ) কূপের পানি
- গ) আবদ্ধ পানি
- ঘ) ব্যবহৃত পানি

(ঞ) اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ কয়ভাগে বিভক্ত-
- ক) দু'ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) পাঁচ ভাগে
- ঘ) ছয় ভাগে

২। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) ফিকহ শাস্ত্র বলতে কী বুঝ? এ শাস্ত্র শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(খ) ফরজ ও ওয়াজিব কাকে বলে? আলোচনা কর।
(গ) সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাকে বলে? আলোচনা কর।
(ঘ) হালাল ও হারাম কাকে বলে? আলোচনা কর।
(ঙ) মাকরুহ ও মুবাহ বলতে কী বুঝ? আলোচনা কর।
(চ) অজু বলতে কী বুঝ? অজুর ফরজসমূহ আলোচনা কর।
(ছ) গোসল কাকে বলে? গোসলের ফরজ ও সুন্নাতসমূহ বর্ণনা কর।
(জ) তায়াম্মুম বলতে কী বুঝ? এর ফরজ ও সুন্নাতসমূহ আলোচনা কর।
(ঝ) পানি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
(ঞ) নাজাসাতের পরিচয় ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখ।
(ট) প্রস্রাব ও পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার দোআ অর্থসহ লেখ।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ফিকহ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি কী কী?
(খ) ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি হাদিস অর্থসহ লেখ।
(গ) ইমাম আজম আবু হানিফা (রা.) এর পরিচয় দাও।
(ঘ) ফরজে আইন এর পরিচয় দাও।
(ঙ) মুস্তাহাব কাকে বলে?
(চ) মুবাহ এর পরিচয় বর্ণনা কর।
(ছ) অজুর ফরজ কী কী?
(জ) গোসলের ফরজ কী কী?
(ঝ) তায়াম্মুম কাকে বলে?
(ঞ) الْمَآءُ الْمُسْتَعْمَلُ বা ব্যবহৃত পানির পরিচয় বর্ণনা কর।
(ট) اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ এর পরিচয় বর্ণনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) দ্বীন ইসলামের -------- হচ্ছে আল ফিকহ।
(খ) ফরজ ত্যাগকারী ফাসিক আর অস্বীকারকারী -------- হিসেবে গণ্য হবে।
(গ) হারাম কাজ করা --------।
(ঘ) অজুর মাধ্যমে -------- গুনাহ মাফ হয়।
(ঙ) বালু, পাথর, সুরকি, মাটির পাত্র ইত্যাদি দ্বারা -------- জায়েজ।
(চ) ব্যবহৃত পানির দ্বারাও -------- অর্জন শুদ্ধ নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ইবাদত-(اَلْعِبَادَةُ)

পাঠ-১

ইবাদতের পরিচয়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ বন্দেগি করা, উপাসনা করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন সেগুলোই ইবাদত। মহান আল্লাহ মানব ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

অর্থ : আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত : ৫৬)

ইবাদত বলতে শুধু সালাত, সাওম, হজ, জাকাত ইত্যাদি নির্দিষ্ট কতিপয় শরয়ি আহকাম পালন নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর বিধি-বিধানের আলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনা মোতাবেক জীবন পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ই ইবাদতের মধ্যে শামিল।

মহান আল্লাহ তাঁর বিধান মতো জীবন যাপন করার জন্য আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে।

পাঠ-২

সালাত - (اَلصَّلٰوةُ)

সালাতের পরিচয়:

সালাত (اَلصَّـلٰوةُ) আরবি শব্দ। এটি দোআ, দরুদ, ইস্তিগফার ও তাসবিহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে সালাত একটি বিশেষ ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। ফার্সিতে একে নামাজ বলা হয়।

শরিয়তের পরিভাষায়- সালাত বলতে নিয়ত সম্বলিত নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে এমন একটি নির্দিষ্ট ইবাদতকে বুঝানো হয়, যা তাকবিরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়।

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত:

ইসলামের পাঁচটি মূল বিষয়ের মধ্যে সালাত দ্বিতীয়। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইমান আনার পরই একজন মুসলমানের প্রধান কর্তব্য হলো সালাত আদায় করা। সালাত আদায় করা ফরজে আইন, যা বর্জন করার কোনো সুযোগ নেই। সালাত আদায় না করা কবিরা গুনাহ, অস্বীকার করা কুফরি।

সালাতের অনেক ফজিলত রয়েছে। সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেছেন :

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.

অর্থ : নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (আনকাবুত : ৪৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সালাত বেহেশতের চাবি।" সালাত আদায় করলে শরীর ভালো থাকে, মন পবিত্র হয় এবং অলসতা ও বিষন্নতা দূর হয়। সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হন। ফলে জান্নাতের পথ সুগম হয়।

পাঠ-৩

সালাতের ফরজ ও ওয়াজিব

সালাতের ফরজ - (فَرَآئِضُ الصَّلٰوةِ):

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি। এগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. আহকাম ও ২. আরকান। সালাত আরম্ভ করার আগে যে ফরজগুলো রয়েছে এগুলোকে আহকাম বলা হয়। আহকাম মোট ৭টি। যথা :

১. শরীর পবিত্র হওয়া ;

২. পোশাক পবিত্র হওয়া ;

৩. সালাত আদায়ের স্থান পবিত্র হওয়া;

৪. সতর ঢাকা ;

৫. কিবলামুখী হওয়া ;

৬. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া;

৭. নিয়ত করা।

সালাতের ভিতরে যে ফরজ কাজগুলো রয়েছে এগুলোকে আরকান বলা হয়। আরকান মোট ৬টি। যথা :

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা ;

২. কিয়াম করা বা দাঁড়ানো;

৩. কিরাত তথা কুরআন মাজিদের কোনো সুরা বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করা ;

৪. রুকু করা ;

৫. সাজদা করা ;

৬. শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা।

সালাতের উল্লেখিত ফরজ কাজসমূহ হতে কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত শুদ্ধ হবে না। এমনকি সাহু সাজদা দিলেও সালাত শুদ্ধ হবে না। পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের ওয়াজিব - (وَاجِبَاتُ الصَّلٰوةِ) :

সালাতের মধ্যে কিছু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান ১৪টি। **সেগুলো হলো :**

১. সুরা ফাতিহা পাঠ করা ;

২. ফরজ সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা আয়াত মিলানো। আয়াত বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত এবং ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব ;

৩. সুরা ফাতিহাকে অন্য সুরা বা আয়াতের আগে পড়া ;

৪. ফরজ সালাতের প্রথম দু'রাকাতকে কুরআনের অংশবিশেষ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করা ;

৫. ফরজ কাজগুলোর তারতিব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ;

৬. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও দু'সাজদার মধ্যে ভালোভাবে সোজা হয়ে বসা ;

৭. তাদিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সাজদা, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা ;

৮. প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ পরিমাণ বসা ;

৯. উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া ;

১০. মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে এবং ফজর, জুমা ও দুই ঈদের সালাতে ইমামের উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা এবং অন্যান্য সালাতে নীরবে পড়া ;

১১. বিতর সালাতের শেষ রাকাতে রুকুর আগে দোআ কুনুত পড়া ;

১২. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির দেওয়া ;

১৩. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা ;

১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাহু সাজদা দেওয়া।

এগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। সাজদায়ে সাহু হলো- শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা। সাহু সাজদার পর পুনরায় তাশাহ্হুদ, দরুদ শরিফ ও দোআ মাছুরা পড়তে হয়।

পাঠ-৪

সালাত ভঙ্গের কারণ

সালাত ভঙ্গের কারণ:

নিম্নোক্ত কারণে সালাত ভঙ্গ হয় :

১. সালাতরত অবস্থায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কথা বললে ;

২. সালাতরত অবস্থায় আহ্, উহ্ ইত্যাদি শব্দ করলে বা উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করলে ;

৩. সালাতের ভিতরে অন্যের হাঁচি শুনে জবাব দিলে ;

৪. দেখে দেখে কুরআন মাজিদ পাঠ করলে ;

৫. কুরআন তেলাওয়াতে এমন ভুল করলে যাতে অর্থ বিগড়ে যায় ;

৬. সালাতরত অবস্থায় পানাহার করলে ;

৭. অন্যের সালামের জবাব দিলে ;

৮. কোনো সুসংবাদ শুনে আল্‌হামদুলিল্লাহ বা কোনো দুঃসংবাদ শুনে ইন্না লিল্লাহ বললে ;

৯. সালাতরত অবস্থায় অট্টহাসি দিলে ;

১০. সালাতরত অবস্থায় হাঁটা-চলা করলে ;

১১. সালাতরত অবস্থায় কোনো লেখা দেখে পাঠ করলে ;

১২. ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সালাতের কোনো ফরজ ছুটে গেলে ;

১৩. সালাতরত অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয়ে গেলে ;

১৪. আমলে কাসির করলে। আমলে কাসির হলো- সালাতের মধ্যে এমন কাজ করা, যা দেখে বাইরের কেউ মনে করবে যে, আদৌ লোকটি সালাত আদায় করছে না। যেমন : দু'হাতে কাপড় ঠিক করা, দু'হাতে চুল বাঁধা ইত্যাদি।

পাঠ-৫

জামাতের সাথে সালাত আদায়

জামাতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব:

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত জামাতের সাথে আদায় করা পুরুষের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা। যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। ফরজ সালাত একাকী আদায়ের চেয়ে জামাতের সাথে আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অনেক তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

অর্থ : তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু আদায় কর। (সুরা বাকারা : ৪৩)

এ আয়াত দ্বারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

জামাতে সালাত আদায়ের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন :

১. একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামাতে আদায়ে যেমন সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি একে অন্যকে দেখে নিজের আমল সংশোধন করতে পারে ;

২. একা আদায় অপেক্ষা জামাতের সাথে সালাত আদায় অনেক সহজ ;

৩. জামাতে সালাত আদায়ের ফলে এলাকাবাসীর সাথে সাক্ষাত হয়, একে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারে। এতে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

পাঠ-৬

জুমার সালাত-(صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ)

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম:

اَلْجُمُعَـةُ (আল-জুমুআতু) এর শাব্দিক অর্থ একত্রিত হওয়া। শুক্রবারে জোহরের সালাতের সময় জোহরের সালাতের পরিবর্তে খুৎবাসহ দু'রাকাত ফরজ সালাতকে সালাতুল জুমা (صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ) বলা হয়। জুমার সালাতের জন্য দুই বার আজান দেওয়া হয়। জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর প্রথম আজান এবং ইমাম সাহেব খুতবার জন্য মিম্বরে উঠলে ইমাম সাহেবের সামনে দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয়। জুমার সালাতে প্রথমে খুতবার পূর্বে চার রাকাত 'কাবলাল জুমা' সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত পড়তে হয়। এরপর ইমাম সাহেব দু'টি খুতবা প্রদান করেন। এরপর জুমার দু'রাকাত ফরজ সালাত জামাতের সাথে পড়তে হয়। জুমার সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ :

نَوَيْتُ أَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَآءِ رَكْعَتَىْ صَـلٰوةِ الْجُمُعَـةِ فَـرْضُ اللهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ.

অর্থ: আমার উপর থেকে জোহরের ফরজ সালাত রহিত করার জন্য আমি জুমার দু'রাকাত ফরজ সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

জুমার ফরজ সালাতের শেষে 'বা'দাল জুমা' নামে চার রাকাত সালাত পড়তে হয়। এ সালাত পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। এরপর আরো দু'রাকাত সালাত পড়া মুস্তাহাব। এ সালাতকে সুন্নাতুল ওয়াক্ত সালাত বলে।

পাঠ-৭

দুই ঈদের সালাত-(صَلٰوةُ الْعِيْدَيْنِ)

ঈদ (عِيْدٌ) শব্দের অর্থ খুশি আর (عِيْدَيْنِ) অর্থ দুই ঈদ। মুসলমানদের খুশি ও আনন্দের জন্য মহান আল্লাহ বছরে দু'টি দিন নির্ধারণ করেছেন। একটি ঈদুল ফিতর (عِيْدُ الْفِطْرِ), যা রমজান মাসের শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে উদযাপিত হয়। অপরটি ঈদুল আজহা (عِيْدُ الْأَضْحٰى) বা কুরবানির ঈদ যা জিলহজ মাসের দশ তারিখে উদযাপিত হয়। এ দু'দিনে জামাতের সাথে যে দু'রাকাত ওয়াজিব সালাত আদায় করতে হয় তাকে صَلٰوةُ الْعِيْدَيْنِ বা দুই ঈদের সালাত বলা হয়।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সালাত দুরাকাত করে পড়তে হয়। এটি অন্যান্য সালাতের মতো, তবে প্রতি রাকাতে তিনটি করে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির বলা ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর তিনটি তাকবির এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে আরো তিনটি তাকবির বলতে হয়।

ঈদুল ফিতরের সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ. اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিতরের দু'রাকাত ওয়াজিব সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আজহার সালাতের নিয়ত ঈদুল ফিতরের সালাতের নিয়তের অনুরূপ। তবে কেবলমাত্র عِيْدُ الْفِطْرِ এর স্থলে عِيْدُ الْأَضْحٰى পড়তে হবে।

পাঠ-৮

বিতরের সালাত-(صَلٰوةُ الْوِتْرِ)

বিতর সালাতের নিয়ম:

বিতর (وِتْـرٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিজোড়। এশার সালাতের শেষে তিন রাকাত ওয়াজিব সালাতকে صَـلٰوةُ الْـوِتْرِ বা বিতরের সালাত বলা হয়। এশার সালাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের ওয়াক্ত বা সময় বহাল থাকে। এ সালাতের শেষ রাকাতে অন্যান্য সালাতের মতো সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা পাঠ করতে হয়। এরপর তাকবিরে তাহরিমার মতো আল্লাহু আকবার বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার হাত বেঁধে দোআ কুনুত পড়তে হয়। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতে হয় এবং যথানিয়মে সালাত শেষ করতে হয়। বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এ সালাতের মধ্যে দোআ কুনুত পড়া ওয়াজিব। কোনো কারণে বিতর সালাত যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে পরে কাজা করতে হবে। রমজান মাসে এ সালাত জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নাত।

দোআ কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰي عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

পাঠ-৯

তারাবির সালাত-(صَلٰوةُ التَّرَاوِيْحِ)

তারাবিহ (تَرَاوِيْحُ) শব্দটি তারবিহাতুন (تَرْوِيْحَةٌ) এর বহুবচন। تَرْوِيْحَةٌ অর্থ বিশ্রাম গ্রহণ। রমজান মাসে এশার সালাতের পর ও বিতর সালাতের পূর্বে বিশ রাকাত সুন্নাত সালাত পড়তে হয়। একে صَلٰوةُ التَّرَاوِيْحِ বা তারাবির সালাত বলা হয়। তারাবির সালাত দু'রাকাত করে দশ সালামের সাথে বিশ রাকাত আদায় করতে হয়। প্রতি রমজানে উক্ত সালাতে একবার কুরআন মাজিদ খতম করা উত্তম। প্রত্যেক চার রাকাত আদায় করার পর কিছু সময় বসে বিশ্রাম করাকে تَرْوِيْحَةٌ বলা হয়। বিশ্রামের সময় নিম্নের দোআ পাঠ করা মুস্তাহাব :

سُبْحٰنَ ذِىْ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحٰنَ ذِىْ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ. سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا، سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَّبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

তারাবি সালাত শেষে নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করা হয় :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ. يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ. بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ، بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

পাঠ-১০

জানাজার সালাত-(صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ)

জানাজা (جَنَـازَةٌ) আরবি শব্দ। ইহা একটি বিশেষ সালাত। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পূর্বে তাকে সামনে রেখে তার মাগফিরাতের জন্য চার তাকবিরের সাথে যে সালাত পড়া হয় তাকে সালাতুল জানাজা বলে। এ সালাত ফরজে কিফায়াহ। এ সালাত খোলা মাঠে মৃতদেহ সামনে রেখে কাতার বেঁধে আদায় করতে হয়। জানাজার সালাতে তিন কাতার হওয়া সুন্নাত। যদি এর বেশি কাতার হয় তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তা বিজোড় সংখ্যক হয়। ইমাম সাহেব মৃতদেহের সিনা বরাবর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। ইমাম সাহেবের পেছনে মুক্তাদিগণ দাঁড়াবেন। চার তাকবিরের সাথে এ সালাত পড়তে হয়। তবে তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য কোনো তাকবিরে হাত উঠাতে হয় না। এ সালাতে কোনো ইকামত, রুকু, সাজদা ও বৈঠক নেই। এ সালাতের আরবি নিয়ত নিম্নরূপ-

نَوَيْتُ أَنْ أُوَدِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَـآءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَآءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَـامِ مُتَوَجِّهًـا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি জানাজার ফরজে কিফায়া সালাত চার তাকবিরের সাথে কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে আল্লাহর প্রশংসা, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ এবং এ মৃত ব্যক্তির জন্য দোআর উদ্দেশ্যে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে لِهٰـذَا এর স্থলে لِهٰـذِهٖ বলতে হবে। এরপর তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বেঁধে ছানা পাঠ করার পর দ্বিতীয় তাকবির বলতে হয়। তারপর দরুদ শরিফ পাঠ করে তৃতীয় তাকবির এবং মৃতের জন্য দোআ পড়া শেষে চতুর্থ তাকবির বলে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হয়।

আরবি নিয়ত জানা না থাকলে বাংলায় নিয়ত করলেও হবে।

পাঠ-১১

সাওম-(اَلصَّوْمُ)

সাওম এর পরিচয় ও গুরুত্ব:

সাওম (اَلصَّوْمُ) আরবি শব্দ। সাওম বা সিয়াম অর্থ বিরত থাকা। ফার্সি ভাষায় একে রোজা বলা হয়।

শরিয়তের পরিভাষায়- সাওমের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

সাওম ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। ইসলামে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ সকল মুসলমানের উপর রমজান মাসের সাওম রাখা ফরজ। সাওম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সুরা বাকারা : ১৮৩)

সিয়াম পালনকারীদের প্রতিদান পরকালে আল্লাহ নিজে প্রদান করবেন। হাদিসে কুদসিতে আছে, মহান আল্লাহ বলেন, সাওম আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিদান দিব অথবা আমিই এর প্রতিদান। (বুখারি)

সাওম আমাদেরকে মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে এবং আচরণে সংযমী হওয়ার শিক্ষা দেয়।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ. অর্থ : সাওম ঢাল স্বরূপ।

সাওম ভঙ্গের কারণ:

১. ইচ্ছাকৃত কোনো কিছু পানাহার করলে বা কেউ জোর পূর্বক কোনো কিছু খাওয়ালে ;

২. ধোঁয়া, ধূপ ইত্যাদি কোনো কিছু নাক বা মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে ;

৩. ধূমপান বা হুক্কা পান করলে ;

৪. ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে গিলে ফেললে ;

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে ;

৬. কোনো অখাদ্যবস্তু গিলে ফেললে। যেমন : পাথর, লোহার টুকরা ইত্যাদি ;

৭. ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধ সেবন করলে ;

৮. রাত বাকি আছে ভেবে নির্দিষ্ট সময়ের পর সাহরি খেলে ;

৯. কুলি করার সময় হঠাৎ করে পেটের ভিতর পানি প্রবেশ করলে ;

১০. নিদ্রিত অবস্থায় কোনো বস্তু খেয়ে ফেললে ;

১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা পান করলে ;

১২. ভুলক্রমে পানাহার করে সাওম নষ্ট হয়েছে মনে করে আবার পানাহার করলে।

পাঠ-১২

সাহরি ও ইফতার- (اَلسَّحُوْرُ وَالْإِفْطَارُ)

সাহরি:

সাওম পালনের উদ্দেশ্যে শেষ রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো কিছু খাওয়া সুন্নাত। একে সাহরি বলে। সুবহে সাদিকের পর কোনো কিছু পানাহার করলে সাওম হবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সাহরি না খাওয়া ঠিক নয়। কেননা তা সুন্নাতের খেলাফ। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সাহরি খাও, এতে অনেক বরকত রয়েছে।"

ইফতার:

ইফতার অর্থ ভেঙ্গে ফেলা, ছেড়ে দেওয়া।

পরিভাষায়- সূর্যাস্তের পর পর কোনো কিছু পানাহার করে সাওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে সাওমের সময় শেষ হয়। এ সময়ের আগে পানাহার করলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সাওম পালনকারীর জন্য ইফতার খুবই খুশির কাজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, অপরটি আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভের সময়।" (বুখারি ও মুসলিম)

নিজে ইফতার করা ও অপরকে ইফতার করানো অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি অপর সাওম পালনকারীকে ইফতার করায় সে সাওম পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পায়।" (নাসায়ি)

পাঠ-১৩

সদাকাতুল ফিতর ও ইতিকাফ

সদাকাতুল ফিতর- (صَدَقَةُ الْفِطْرِ) :

সদকা (صَدَقَةٌ) শব্দের অর্থ দান করা। আর ফিতর (فِطْرٌ) শব্দের অর্থ ভেঙ্গে ফেলা, খুলে ফেলা। রমজান শেষে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে শরিয়ত নির্ধারিত যে খাদ্য বস্তু বা এর সমপরিমাণ মূল্য গরিব-মিসকিনদের প্রদান করা হয় তাকে সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা বলা হয়। মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা ও ঈদের দিন মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা স্বরূপ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। সদকাতুল ফিতর আদায়ের মাধ্যমে সাওম পরিশুদ্ধ হয়, ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার সম্পর্ক গভীর হয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

ইতিকাফ- (اِعْتِكَافٌ) :

ইতিকাফ (اِعْتِكَافٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অবস্থান করা, কোনো বস্তুর উপর স্থায়ীভাবে থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়- একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। মহিলাদের জন্য ইতিকাফ হলো- নিয়তসহ ঘরের ভিতর নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অবস্থান করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দুনিয়ার সকল কার্যক্রম থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সর্বোতভাবে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করাই ইতিকাফের লক্ষ্য। হজরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "ইতিকাফকারী মূলত গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে এবং তার জন্য সকল প্রকার নেক আমলকারীর নেকির সমপরিমাণ লেখা হতে থাকে। (ইবনে মাজাহ)

পাঠ-১৪

জাকাত-(اَلزَّكٰوةُ)

জাকাতের পরিচয়:

জাকাত (اَلزَّكٰوةُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায়- নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (শতকরা ২.৫ ভাগ) জাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করাকে জাকাত বলে।

জাকাতের গুরুত্ব:

জাকাত ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটি স্তম্ভ। শর্ত সাপেক্ষে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জাকাত দেওয়া ফরজ। জাকাতকে ইসলামি অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। জাকাত আদায়ের ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য লাঘব হয়। দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

অর্থ : তাদের সম্পদ থেকে জাকাত সংগ্রহ কর। (সুরা তাওবা : ১০৩)

ইসলামে সালাত যেমন ফরজ জাকাতও তেমন ফরজ। জাকাত এবং সালাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই।

জাকাত কখন ফরজ হয়:

কোনো ব্যক্তির মধ্যে নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে তার উপর জাকাত ফরজ।

১. স্বাধীন ও মুসলিম হওয়া;

২. সাবালক ও জ্ঞানবান হওয়া ;

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ;

৪. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা ;

৫. সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা।

নিসাবঃ

নিসাব শব্দের অর্থ অংশ বা পরিমাণ।

পরিভাষায়- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় থাকলে জাকাত ফরজ হয় তাকে জাকাতের নিসাব বলে। যিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তাকে সাহিবে নিসাব বলা হয়। জাকাতের নিসাব হলো :

ক) **স্বর্ণঃ** সাড়ে সাত তোলা।

খ) **রৌপ্যঃ** সাড়ে বায়ান্ন তোলা।

নগদ অর্থের ক্ষেত্রে কারো কাছে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ পূর্ণ এক বছর জমা থাকে তাহলে তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। তার জন্য সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা ২.৫ ভাগ জাকাত আদায় করা ফরজ।

জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহঃ

জাকাত প্রদানের খাত মোট ৮টি। খাতগুলো হলো :

১. ফকির ;

২. মিসকিন ;

৩. আমিল তথা জাকাত আদায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী ;

৪. নওমুসলিম ;

৫. মালিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ দাস ;

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ;

৭. আল্লাহর রাস্তায় এবং

৮. সম্বলহীন মুসাফির।

পাঠ-১৫

হজ - (اَلْحَجُّ)

হজের পরিচয়:

হজ (اَلْحَجُّ) শব্দের অর্থ ইচ্ছা ও সংকল্প করা।

পরিভাষায়- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাবা জিয়ারত ও অন্যান্য বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ বলে।

হজ একটি ফরজ ইবাদত। তা অস্বীকার করা কুফরি। হজের অনেক ফজিলত রয়েছে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "মাকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

হজের তাৎপর্য:

১। হজ আখেরাত বা পরকালের সফরের এক বিশেষ নিদর্শন। দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় মানুষ যেভাবে বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ সবকিছু ছেড়ে যায় ঠিক সেভাবে হজের উদ্দেশ্যে সফরকালেও মানুষ বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ সবকিছু ছেড়ে যায়;

২। হজ আল্লাহর প্রতি ইশক ও মহব্বত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম;

৩। হজ বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন।

হজ ব্যক্তিগত আমল হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। তাই হজ বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন হিসেবে পরিচিত।

যাদের উপর হজ ফরজ :

আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরজ। হজ ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো :

১। মুসলমান হওয়া ;

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ;

৩। সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া ;

৪। স্বাধীন হওয়া ;

৫। হজ পালনে দৈহিক সুস্থতা ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা ;

৬। হজের সময় হওয়া ;

৭। যাতায়াতের পথ নিরাপদ হওয়া ;

৮। দৃষ্টিবান হওয়া ;

৯। মহিলাদের সাথে স্বামী অথবা মাহরাম পুরুষ থাকা।

হজের ফরজ :

হজের ফরজ তিনটি। যথা :

১. ইহরাম বাঁধা ;

২. আরাফাতে অবস্থান করা ;

৩. বায়তুল্লাহর তাওয়াফে জিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিব :

হজের ওয়াজিব পাঁচটি যথা :

১. মুজদালিফায় অবস্থান করা ;

২. সাফা মারওয়ায় সাঈ করা ;

৩. জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ;

৪. মাথার চুল হলক বা কসর করা ;

৫. তাওয়াফে সদর বা বিদায়ি তাওয়াফ করা।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) ইবাদত শব্দের অর্থ-
- ক) হিসাব করা
- খ) জ্ঞাত হওয়া
- গ) দাসত্ব করা
- ঘ) ন্যায় বিচার

(খ) সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ-
- ক) জিকির
- খ) দোআ
- গ) উত্তম ব্যবহার
- ঘ) আত্মশুদ্ধি

(গ) সালাতের আহকাম মোট-
- ক) ৪টি
- খ) ৬টি
- গ) ৭টি
- ঘ) ১৩টি

(ঘ) সালাতের ভিতরের ফরজ কাজগুলোকে বলা হয়-
- ক) তাকবিরে তাহরিমা
- খ) আহকাম
- গ) আরকান
- ঘ) তাশাহহুদ

(ঙ) জুমা শব্দের অর্থ-
- ক) বাধ্যতামূলক
- খ) দোআ করা
- গ) একত্রিত হওয়া
- ঘ) নামাজ পড়া

(চ) 'কাবলাল জুমা' সালাত-
- ক) ২ রাকাত
- খ) ৩ রাকাত
- গ) ৪ রাকাত
- ঘ) ১২ রাকাত

(ছ) দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির-
- ক) ৩টি
- খ) ৬টি
- গ) ৮টি
- ঘ) ১২টি

(জ) বিতর শব্দের অর্থ-
- ক) পুণ্য
- খ) বিজোড়
- গ) পবিত্রতা
- ঘ) নামাজ

(ঝ) তারাবির সালাত-
- ক) ৮ রাকাত
- খ) ১০ রাকাত
- গ) ১২ রাকাত
- ঘ) ২০ রাকাত

(ঞ) জানাজার সালাত-

ক) ফরজে কিফায়াহ খ) ওয়াজিব

গ) ফরজ আইন ঘ) সুন্নাত

(ট) اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ অর্থ-

ক) সাওমের প্রতিদান খ) সাওম আবশ্যক

গ) সাওম ঢাল স্বরূপ ঘ) সাওম পূণ্যের কাজ

(ঠ) ইতিকাফ শব্দের অর্থ-

ক) পুণ্য খ) অবস্থান করা

গ) রাত্রি যাপন ঘ) সালাত

(ড) বছরান্তে জাকাত প্রদান করতে হয় শতকরা-

ক) ২.৫ ভাগ খ) ৩.৫ ভাগ

গ) ৪.৫ ভাগ ঘ) ৭.৫ ভাগ

(ঢ) হজ শব্দের অর্থ-

ক) তাওয়াফ করা খ) সফর করা

গ) ইচ্ছা ও সংকল্প করা ঘ) আরাফায় অবস্থান

২। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) সালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(খ) সালাতের ফরজ কয়টি ও কী কী?

(গ) সালাতের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

(ঘ) সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ কী কী?

(ঙ) জামাতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত আলোচনা কর।

(চ) জুমার সালাতের পরিচয় ও আদায়ের পদ্ধতি আলোচনা কর।

(ছ) দুই ঈদের সালাতের পরিচয় ও আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(জ) বিতরের সালাতের পরিচয় ও আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(ঝ) তারাবির সালাতের পরিচয় ও আদায়ের পদ্ধতি আলোচনা কর।

(ঞ) জানাজার সালাতের পরিচয় ও আদায়ের পদ্ধতি আলোচনা কর।

(ট) সাওমের পরিচয় ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(ঠ) সাহরি ও ইফতার সম্পর্কে যা জান লেখ।

(ড) জাকাত কাকে বলে? এটি কখন ফরজ হয়? জাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(ঢ) হজের পরিচয় ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইবাদত সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।
(খ) সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।
(গ) সালাত ভঙ্গের ৫টি কারণ উল্লেখ কর।
(ঘ) জুমার সালাতের নিয়ত অর্থসহ লেখ।
(ঙ) ঈদুল ফিতরের সালাতের নিয়ত অর্থসহ লেখ।
(চ) দোআ কুনুত আরবিতে লেখ।
(ছ) প্রতি চার রাকাত তারাবির পর বিশ্রামের সময় পড়ার দোআটি লেখ।
(জ) জানাজার সালাতের নিয়ত অর্থসহ লেখ।
(ঝ) সাওমের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।
(ঞ) সাওম ভঙ্গের পাঁচটি কারণ লেখ।
(ট) ইতিকাফের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(ঠ) জাকাতের নিসাব সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।
(ড) হজের ফরজ কয়টি ও কী কী? আলোচনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মানুষ এবং জিন জাতিকে একমাত্র আমার -------- জন্য সৃষ্টি করেছি।
(খ) সালাত আদায় না করা -------- গুনাহ।
(গ) সালাতের ফরজ মোট --------।
(ঘ) তোমরা রুকুকারীদের সাথে ------- আদায় কর।
(ঙ) খুতবার পূর্বে চার রাকাত 'কাবলাল জুমা' ----------- সালাত পড়তে হয়।
(চ) কুরবানির ঈদ যা -------- মাসের দশ তারিখে উদযাপিত হয়।
(ছ) ইমাম সাহেব মৃতদেহের -------- বরাবর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন।
(জ) সিয়াম পালনকারীদের -------- আল্লাহ পরকালে নিজ হাতে প্রদান করবেন।
(ঝ) জাকাত ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটি --------।
(ঞ) মাকবুল -------- প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।

আখলাক ও দোআ

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ-(اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ)

আখলাক (أَخْلَاقٌ) শব্দটি 'খুলুকুন' (خُلُقٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ও আচার ব্যবহারের মাধ্যমে যে স্বভাব বা চরিত্র প্রকাশ পায় তার সমষ্টিকে আখলাক বলা হয়। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল, প্রশংসনীয় এবং মহৎ গুণসমূহকে 'আখলাকে হাসানাহ' বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। আখলাকে হাসানাহ মানবজীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। হাদিস শরিফে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।" (তিরমিজি) আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। তাঁর জীবনেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সুরা আহযাব:২১)

তাকওয়া বা খোদাভীরুতা, সততা, আমানতদারি, অঙ্গিকার পালন, সবর, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার, দেশপ্রেম, খেদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা, সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করাও আখলাকে হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ-২

আত্মশুদ্ধি-(اَلتَّزْكِيَةُ)

তাজকিয়া (تَزْكِيَةٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রকরণ, আত্মশুদ্ধি। তাজকিয়া হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অন্তর পরিশুদ্ধ করা। যে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পূত-পবিত্র হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায় তাকে ইলমুত তাযকিয়া বলা হয়। এ ধারণাটি ইলমে তাসাওউফ এর সহায়ক ও পরিপূরক। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য বিষয়। আত্মশুদ্ধি ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

অর্থ : নিশ্চয় সে ব্যক্তি সফলকাম যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে। (সুরা আ'লা : ১৪-১৫)

তাজকিয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- নিজের অন্তরকে অহংকার, রিয়া, লোভ-লালসা, হিংসা ও কু-ধারণাসহ যাবতীয় পাপকাজ থেকে মুক্ত করে সকল ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসাকে হৃদয়ে সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য তথা ইসলামি সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনে হৃদয়কে আগ্রহী করে তোলা এবং এক্ষেত্রে সচেষ্ট হওয়া।

মানুষের শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে তাজকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধিতা লাভের জন্য কামিল মুরশিদের প্রয়োজন। একজন কামিল মুরশিদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের তরিকা অনুযায়ী ইলমে তাসাওউফ শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য তালিম তারবিয়াতপ্রদান করে থাকেন।

পাঠ-৩

মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য-(حُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

মাতা-পিতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাঁরা আমাদের এ দুনিয়ায় আগমনের অসিলা বা মাধ্যম। তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট করে আমাদের মানুষ করে গড়ে তোলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরই মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার তাগিদ প্রদান করে ইরশাদ করেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

অর্থ : আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। (সুরা বনি ইসরাইল : ২৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

অর্থ : মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। (আল-জামিউস সগির)

মাতা-পিতার প্রতি আমাদের করণীয় হলো- তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাঁদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, কাজ-কর্মে তাঁদেরকে সহযোগিতা করা, সেবা যত্ন করা, তাঁদের মনে কষ্ট আসে এমন কোন কাজ না করা, সব সময় তাঁদের জন্য দোআ করা, বিশেষ করে তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের জন্য নিয়মিত মাগফিরাতের দোআ করা, তাঁদের কবর জিয়ারত করা ইত্যাদি।

মাতা-পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের মনে কষ্ট দেওয়া গর্হিত ও বড় গুনাহের কাজ। যারা পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তাদের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না। তিনি দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি।

পাঠ-৪

রোগীর সেবা-(عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ)

রোগীর সেবা-যত্ন করা সুন্নাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রোগীর সেবা করতেন, তাদের দেখতে যেতেন, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে এ ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করতেন। রোগীর যথাসাধ্য সেবা করা, তাদের দেখতে যাওয়া, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া মহৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ

অর্থ : তোমরা রোগীর সেবা কর। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদিস শরিফে আছে, একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। এর অন্যতম হলো কোনো মুসলমান রোগাক্রান্ত হলে তার সেবা করা। একজন মানুষ সর্বোপরি একজন মুসলমান হিসেবে রোগীর সেবা-যত্নে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, তাদের সান্ত্বনা প্রদান ও তাদের মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করতে হবে।

পাঠ-৫

বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ পরিবার ও সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে, তাদের ভালোবাসবে এবং আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে, তাদেরকে সালাম দিবে, তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করবে। এর ব্যতিক্রম হলে পরিবার ও সমাজ তথা গোটা রাষ্ট্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, সমাজ ও সভ্যতা ভেঙ্গে যাবে।

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের জন্য ইসলামে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ : যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না আর বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিজি)

পাঠ-৬

সহপাঠি ও মেহমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার

সহপাঠির সাথে উত্তম ব্যবহার:

যাদের সাথে আমরা লেখা-পড়া করি তারা আমাদের সহপাঠি। তারা আমাদের চলার সাথী, খেলার সাথী। সহপাঠির সাথে উত্তম ও ভালো ব্যবহার করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। সহপাঠিদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো- তাদের বিপদে এগিয়ে আসা, শ্রেণির পাঠ তৈরিতে সাহায্য-সহযোগিতা করা, কেউ বিপথগামী হলে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজে লিপ্ত হলে কিংবা পড়া-শুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়লে তাকে বুঝানো এবং সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। সাথী যে ধর্মেরই হোক না কেন তার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তার মন খারাপ থাকলে তার প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হওয়া।

মেহমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার:

মেহমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে ইসলাম আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছে। মেহমানদের সাথে আমাদের সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে। তাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কথা ও কাজে তারা যাতে কোনো রকম কষ্ট না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে মেহমানের সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দিতে হবে। মেহমান অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হয়ে যান। হাদিস শরিফে এসেছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। (বুখারি)

পাঠ-৭

সালাম বিনিময়

সালাম প্রদান করা সুন্নাত ও এর জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এক মুসলমানের অপর মুসলমানের সাথে দেখা হলে প্রথমে সালাম প্রদান করতে হবে। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের কেউ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন সালাম দেয়।"

(আলআদাবুল মুফরাদ)

যে আগে সালাম দিবে সে বেশি সাওয়াব পাবে। তাই অন্যের কাছ থেকে সালাম পাওয়ার অপেক্ষা না করে আগে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু

আনহু বলেন, "আমি দশ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁর আগে কোনো দিনই সালাম দিতে পারিনি।"

সালাম দেওয়ার আদব হলো, ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। যে হেঁটে আসছে সে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতাকে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড়রাও ছোটদের আগে সালাম দিতে পারেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের আগে সালাম দিতেন।

সালাম ও সালামের জবাব:

সালাম প্রদানকালে বলতে হবে : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

অর্থ : আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালামের জবাবে বলতে হবে : وَعَلَيْكُمُ اَلسَّلَامُ

অর্থ : আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

পাঠ-৮

মিথ্যা, চোগলখোরি, গিবত ও হিংসা

মিথ্যা- (اَلْكِذْبُ) :

মিথ্যা হলো সত্যের বিপরীত ও অবাস্তব বিষয়। যা সত্য নয় এমন কথা বলা, কাজ করা বা সাক্ষ্য দেওয়াকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা একটি ঘৃণ্য ও জঘন্যতম অপরাধ। মুনাফিকদের তিনটি আলামতের মধ্যে একটি হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি তার মিথ্যার কারণে সমাজে অপমানিত হয়ে থাকে। সে বিপদে পড়লে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। সে সত্য বললেও মানুষ তাকে অবিশ্বাস করে। মিথ্যা থেকে সকল অপকর্মের সূচনা হয়। তাই বলা হয় "মিথ্যা সকল পাপের মূল।" মহান আল্লাহ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ.

অর্থ : এবং তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। (সুরা হজ : ৩০)

চোগলখোরি- (اَلنَّمِيْمَةُ) :

ঝগড়া-বিবাদ কিংবা মনোমালিন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যের কাছে লাগানোকে ইসলামের পরিভাষায়- নামিমা (اَلنَّمِيْمَةُ) বা চোগলখোরি বলে। চোগলখোরি হারাম ও কবিরা গুনাহ। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "সে ব্যক্তির অনুসরণ করো না, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে অসাক্ষাতে নিন্দা করে, যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে।" (সুরা কালাম : ১০-১১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (বুখারি ও মুসলিম)

গিবত- (اَلْغِيْبَةُ) :

গিবত (اَلْغِيْبَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো পরনিন্দা করা, পরচর্চা করা। পরিভাষায়- কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা, যা তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং সে তা শুনলে মনে কষ্ট পাবে।

গিবত একটি সামাজিক ব্যাধি। গিবত করার ফলে সমাজে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। কুরআন মাজিদে গিবত করাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং একে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গিবত করা ও গিবত শোনা উভয়টিই গিবতের মধ্যে শামিল। আমাদের জন্য উচিত হলো আমরা কারো গিবত করব না, কারো গিবত শুনব না এবং গিবতকারীকে গিবত করতে বাধা প্রদান করব।

হিংসা- (اَلْحَسَدُ):

হিংসা একটি নিকৃষ্ট স্বভাব। কারো মধ্যে কোনো ভালো দেখে অসন্তুষ্ট হওয়া এবং তার বিনাশ কামনা করাকে হিংসা বলা হয়। হিংসা একটি মানসিক ব্যাধি। হিংসুক নিজেকে অন্যের চেয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাপ হিংসার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। হিংসার বশবর্তী হয়ে হজরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্র কাবিল তার সহোদর ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। হিংসুক ব্যক্তি কখনো মনে শান্তি পায় না, কোনো কিছুতেই সে তৃপ্ত হয় না। হিংসা সকল পুণ্যকে বিনষ্ট করে ফেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে ভক্ষণ করে যেভাবে আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে দেয়।"

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আখলাক শব্দের অর্থ-

ক) ভালো গুণ　খ) প্রশংসা
গ) স্বভাব, চরিত্র　ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

(খ) তাজকিয়া মানে-

ক) যিকির করা　খ) অন্তর পরিশুদ্ধ করা
গ) উত্তম ব্যবহার　ঘ) দোআ করা

(গ) নিশ্চয় মায়ের পদতলে সন্তানের-

ক) সম্পদ　খ) আহার
গ) বেহেশত　ঘ) জীবন

(ঘ) একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক-

ক) ৫টি　খ) ৬টি
গ) ৭টি　ঘ) ১০টি

(ঙ) যাদের সাথে আমরা লেখাপড়া করি তারা আমাদের-

ক) প্রতিবেশী　খ) বন্ধু
গ) আত্মীয়　ঘ) সহপাঠি

(চ) কম সংখ্যক লোক সালাম দিবে-

ক) যে হেঁটে আসছে তাকে　খ) দাঁড়ানো ব্যক্তিকে
গ) বেশি সংখ্যক লোককে　ঘ) শিক্ষককে

(ছ) اَلنَّمِيْمَةُ শব্দের অর্থ-

ক) অপবাদ　খ) হিংসা
গ) লোভ　ঘ) চোগলখোরি

(জ) اَلْغِيْبَةُ অর্থ-

ক) ঝগড়া　খ) মিথ্যা বলা
গ) হিংসা　ঘ) পরচর্চা করা

২। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) আখলাকে হাসানার পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(খ) আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও তা অর্জনের পন্থা বর্ণনা কর।

(গ) মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

(ঘ) সালাম প্রদানের অভ্যাসের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(ঙ) মিথ্যা ও চোগলখোরির কুফল সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আখলাকে হাসানাহ সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

(খ) আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

(গ) মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে একটি হাদিস অর্থসহ লেখ।

(ঘ) রোগীর সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লেখ।

(ঙ) বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ সম্পর্কে একটি হাদিস অর্থসহ লেখ।

(চ) মেহমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার বিষয়ে একটি হাদিস অর্থসহ লেখ।

(ছ) গিবত কাকে বলে? এর কুফল সম্পর্কে যা জান লেখ।

(জ) হিংসা কাকে বলে? এর কুফল সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) সে ব্যক্তিই উত্তম যার ------- সর্বোৎকৃষ্ট।

(খ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ------- বা আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য বিষয়।

(গ) তারা আমাদের এ দুনিয়ায় আগমনের ------- বা মাধ্যম।

(ঘ) একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ------- হক রয়েছে।

(ঙ) মেহমান অসন্তুষ্ট হলে ------- অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

(চ) কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে ------- দিবে।

(ছ) মিথ্যা থেকে সকল ------- সূচনা হয়।

(জ) চোগলখোরি হারাম ও ------- গুনাহ।

(ঝ) গিবত একটি --------- ব্যাধি।

(ঞ) হিংসা সকল ------- বিনষ্ট করে ফেলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোআ-মুনাজাত

পাঠ-১

দোআ-মুনাজাতের পরিচয়

দোআ (اَلدُّعَاءُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা, আহ্বান করা। মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা বা আবেদন জানায় তা-ই দোআ। দোআর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হলো مُنَاجَاةٌ (মুনাজাত)। এর আভিধানিক অর্থ অন্তরের কথা চুপিসারে বলা বা চুপেচুপে কথা বলা। আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, কথোপকথন, জিকির, প্রার্থনা ও দোআকেই মুনাজাত বলা হয়। দোআ অন্যতম ইবাদত। হাদিস শরিফের ভাষায় দোআ ইবাদতের সার। দোআর আদব হলো- বিনীতভাবে, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট চাওয়া। এতে উদাসীন ও অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উদাসীন ও অমনোযোগী ব্যক্তির দোআ আল্লাহ কবুল করেন না। দোআ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা আমার নিকট দোআ করো, আমি তোমাদের দোআ কবুল করব। (সুরা মুমিন-৬০)

পাঠ-২

মুনাজাতমূলক দোআ

মুনাজাতের জন্য কুরআন মাজিদ হতে দু'টি দোআ :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী কর। (সুরা বাকারা : ২৮৬)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

(সুরা আলে ইমরান : ৮)

পাঠ-৩

যানবাহনে আরোহণের দোআ

(১) স্থলপথে যানবাহনে আরোহণের সময় পড়ার দোআ :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সামর্থ ছিলাম না। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। (সুরা যুখরুফ : ১৩)

(২) নৌপথে নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ ও সাঁকোতে আরোহণের সময় পড়ার দোআ :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সুরা হুদ : ৪১)

পাঠ-৪

সকাল-সন্ধ্যায় যে দোআ পড়তে হয়

(১) হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোআ তিন বার করে পাঠ করবে কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলার নামে, যাঁর নামের সাথে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোনো বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (তিরমিজি)

(২) হাদিস শরিফে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোআ তিন বার করে পাঠ করার গুরুত্ব উল্লেখ আছে।

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا.

অর্থ : আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবি ও রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। (নাসায়ি)

(৩) হাদিস শরিফে প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের সালাতের পর নিম্নোক্ত দোআ দশ বার করে পাঠ করার গুরুত্ব উল্লেখ আছে।

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। (ইবনু হিব্বান)

পাঠ-৫

বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার দোআ

বিপদাপদের সময় নিচের দোআটি পড়তে হয়।

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আম্বিয়া: ৮৭)

পাঠ-৬

সায়্যিদুল ইস্তিগফার

সায়্যিদুল ইস্তিগফার হলো সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার সর্বোত্তম দোআ। বুখারি শরিফে আছে যে, কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত সায়্যিদুল ইস্তিগফার সন্ধ্যা বেলা পাঠ করলে সকাল হওয়ার পূর্বে যদি সে মারা যায় তবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর সকাল বেলা পাঠ করলে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যও জান্নাত অবধারিত।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী অবিচল আছি তোমার সাথে কৃত অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতির উপর। আমার কৃতকর্মের অশুভ পরিণাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি স্বীকার করছি তোমার পক্ষ থেকে আমার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ এবং স্বীকার করছি আমার অপরাধ, তাই আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ছাড়া কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। (বুখারি)

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) দোআ শব্দের অর্থ-

ক) ইবাদত খ) জিকির

গ) ডাকা ঘ) কান্না

(খ) মুনাজাত শব্দের অর্থ-

ক) জিকির করা খ) চুপেচুপে কথা বলা

গ) সাহায্য চাওয়া ঘ) দোআ করা

(গ) কাদের দোআ আল্লাহ কবুল করেন না-

ক) সম্পদশালী ব্যক্তির খ) পাপী ব্যক্তির

গ) অমনোযোগী ব্যক্তির ঘ) মুসাফির ব্যক্তির

(ঘ) سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا দোআটি পড়তে হয়-

ক) স্থলপথে আরোহণের সময় খ) সকাল-সন্ধ্যায়

গ) নৌপথে আরোহণের সময় ঘ) বিপদাপদে

(ঙ) بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا দোআটি পড়তে হয়-

ক) সকাল-সন্ধ্যায় খ) স্থলপথে আরোহণের সময়

গ) বিপদাপদে ঘ) নৌপথে আরোহণের সময়

(চ) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ দোআটি পড়তে হয়-

ক) বিপদাপদে খ) সকাল-সন্ধ্যায়

গ) নৌপথে আরোহণের সময় ঘ) স্থল পথে আরোহণের সময়

(ছ) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ দোআটি কখন পড়তে হয়-

ক) সফরের সময় খ) নৌপথে আরোহণের সময়

গ) সকাল-সন্ধ্যায় ঘ) বিপদাপদে

(জ) সায়্যিদুল ইস্তিগফার হলো-

ক) ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দোআ
খ) সফরের সময় পড়ার দোআ
গ) সালাতের দোআ
ঘ) বিপদাপদের সময় পড়ার দোআ

২। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) দোআ ও মুনাজাতের পরিচয় দাও। দোআর গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লেখ।

(খ) পবিত্র কুরআন মাজিদ হতে মুনাজাতের একটি দোআ অর্থসহ লেখ।

(গ) স্থলপথে যানবাহনে আরোহণের সময় পড়ার দোআ অর্থসহ লেখ।

(ঘ) প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার একটি দোআ অর্থসহ লেখ।

(ঙ) সায়্যিদুল ইস্তিগফার অর্থ কী? সায়্যিদুল ইস্তিগফার অর্থসহ লেখ।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) দোআর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

(খ) পবিত্র কুরআন মাজিদ হতে মুনাজাতের একটি দোআ লেখ।

(গ) নৌপথে আরোহণের সময় যে দোআ পড়তে হয় তা অর্থসহ লেখ।

(ঘ) সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার একটি দোআ লেখ।

(ঙ) বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার দোআ অর্থসহ লেখ।

(চ) সায়্যিদুল ইস্তিগফারের ফজিলত সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) দোআ অন্যতম -------।

(খ) উদাসীন ও অমনোযোগী ব্যক্তির ------- আল্লাহ কবুল করেন না।

(গ) তোমরা আমার নিকট দোআ করো, আমি তোমাদের ------- কবুল করব।

(ঙ) তোমার পক্ষ থেকে আমাদের ------- দান কর।

(চ) আল্লাহর নামে এর গতি ও -------।

(জ) নিশ্চয় তুমি ছাড়া কেউ ------- ক্ষমা করতে পারে না।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আকাইদ ও ফিকহ পাঠ্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচিত। এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ আকাইদ, দ্বিতীয় অংশ ফিকহ এবং তৃতীয় অংশ আখলাক ও দোআ। শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধা বিবেচনা করে বইয়ের বিষয়বস্তুকে সহজভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১। আকাইদ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত একটি মৌলিক বিষয়। তাই শিক্ষার্থীদের নিকট সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

২। ফিকহ বিষয় পাঠদানের সময় অজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি গুরত্বারোপ করা প্রয়োজন। অজুখানা বা পানির কাছে গিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে অজু ও গোসলের নিয়মাবলি শেখানো, মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া এবং মসজিদ অথবা নামাজের ঘরে গিয়ে নামাজের যাবতীয় নিয়মাবলি বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

৩। প্রতিটি বিষয় শুরু করার পূর্বে সে বিষয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়সহ উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

৪। আকিদা ও ইমান সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়করণ এবং ইবাদতের বিষয়গুলো বেশি বেশি অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত।

৫। আদর্শ জীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের আখলাক অধ্যায় পাঠদানের সময় নবি, রাসুল, অলি ও অনুকরণীয় মনীষীদের উপমা ও তাঁদের জীবন থেকে সংশ্লিষ্ট দিক পেশ করে সে আলোকে জীবন গঠনের উপদেশ দেওয়া জরুরি।

৬। মাসনুন দোআসমূহ যথাসময়ে ও যথাস্থানে পড়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে বার বার অনুশীলন করানো প্রয়োজন।

৭। প্রত্যেক অধ্যায়ের পাঠদান শেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং দলীয় কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা জরুরি।

সমাপ্ত